জীবন-স্বপ্ন

বিমল মিত্র

পরিবেশক :
বসাক বুক স্টোর
৪নং, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
নমিতারাণী বসাক
১৮৮, দক্ষিণপাড়া, কলিকাতা-২৮

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ—১৩৭১

প্রচ্ছদ পট : নরেন দাস

মুদ্রাকর : শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

॥ এক ॥

স্বাধীনতা দিবস।

পনেরোই আগস্ট আজ। এই দিনে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল আমাদের দেশ।

তাই এই দিনটিকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলে অজস্র উৎসব আনন্দ।

প্রত্যেকটি লোক তাদের গৃহকোণকে আলোকমালায় সজ্জিত করে।

বিশেষ করে উৎসব আনন্দ সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে কোলকাতা শহরের বুকে।

আলোর উৎসব। বাজীর সমারোহে শহরের বুকে যেন জাগে অপরূপ স্পন্দন।

হরিনারায়ণ চৌধুরীর প্রকাণ্ড বাড়িখানা।

এই বাড়িটির বুকেও জ্বলতে দেখা যায় অসংখ্য বিজলী বাতি।

বাড়ির ছাদে চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হরিনারায়ণের তরুণী মেয়ে অমলা। হঠাৎ এক সময় এককোণে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুদূরের দিকে তাকিয়েছিল তার দিকে আস্তে আস্তে সে ডাকল—কমল দা!

কমল ঘুরে দাঁড়াল। অমলা কাছে এসে লঘুকণ্ঠে বললে—তুমি ত ইতিহাসে পণ্ডিত—বলত এই স্বাধীনতা কি ভাবে প্রথম হয়?

কমল পরম গাম্ভীর্যের ভানে বলে—ইতিহাস হ্যাঁ ইতিহাস এর পেছনে অনেক আছে।

অমলা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কি বলত ?

কমল কাব্যের ছোঁয়াচ লাগা কণ্ঠে বলে চলল—ইতিহার যাই হোক। আজকের মতো একটি দিনে চির আকস্মিতার সাথে মিলনের ক্ষণটিকে আলোর সমারোহ দিয়ে—

অমলা ধমক দিয়ে বলে উঠল—আবার কাব্য—।

কমল আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বললে—বল কি অমলা—আজকের দিনেও যদি কাব্য—

অমলা গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—ওটা ব্যাধি সুতরাং এড়িয়ে চলাই উচিত। কথা শেষে সে ফিরে চলল ওদিকে। কমল বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল এই তিরস্কারে।

অমলার পেছনে যেতে যেতে সে ব্যথাহত কণ্ঠে বললে—কাব্য নিয়ে এ পরিহাস আমার নতুন নয় অমলা।

অমলা আলসের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা মাটির প্রদীপ তোমার কেমন লাগে কমলদা ?

কমল তার কাছে আস্তে আস্তে জবাব দেয়—অপূর্ব ! সুন্দর !!

—ভাবতে পার কি সুন্দর তাঁর কল্পনা। যিনি মাটির প্রদীপ দিয়ে ঘর সাজিয়ে একদিন উৎসবের সুরু করেন—

তাকে শেষ করতে না দিয়ে অমলা ঠোঁট উল্টে বলে উঠল—ছাই। সে ফিবে দাঁড়িয়ে আবার বলে উঠল—ওই দেখ তোমার উৎসব কল্পনা—আদি এবং অকৃত্রিম। ব্যঙ্গ আহত হলেও কমল কৌতূহলী হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

হরিনারায়ণের বাড়ির পেছনে ইঁট বাঁধানো অপ্রশস্ত একটি গলির অন্য দিকে জরাজীর্ণ ছোট একটা একতলা বাড়ি।

একটা প্রৌঢ়া রমণী—কম্পিত শিখা একটি মাটির প্রদীপে সলতে উস্কে দিচ্ছিলেন। পাশে ইট বের করা একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে ছিল শিল্পী অলককুমার। সে তাকিয়েছিল কম্পিত শিখা দীপটির

দিকে। কেন আর বেচারীকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করচ মা! লজ্জার হাত থেকে ওকে রেহাই দাও।

যোগমায়া ছেলের দিকে ফিবে তাকালেন।

স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন—কেন রে? তুই বুঝি ভাবিস্ এর বাঁচার কোন দাম নেই?

অলক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—কিছু না। এতগুলো সুন্দরী যখন আশে পাশে রূপের আলোয় ঝলমল করছে—

সে ওপর দিকে তাকাল—কমলের পাশে দাঁড়িয়ে অমলা তাদের বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। অলককে চাইতে দেখে সে চট্ করে সরে দাঁড়াল সেখান থেকে।

যোগমায়া দেবী বলছিলেন—বাইরের খোলসটাই সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় অলক। কিন্তু তুই একটু ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরে আয় দিকিনি। সারাদিন ঘরে বসে কাজ কবে করে—

অলক হেসে উঠল, বললে—ক্রমে cynic হয়ে উঠছি এই ত।

কথা শেষে তার মুখেব হাসি মিলিয়ে গেল, উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—কিন্তু না হয়ে উপায় কি মা। অথচ সামনেব বাড়িতে দেখছ কত আলোর অপচয়। একটা আলোর অভাবে—

কথা বলতে বলতে সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার চোখ দুটো দু'খণ্ড উল্কা পিণ্ডের মত জ্বলছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—প্রদর্শনীর আগে হয়ত আমি ছবিগুলো শেষ করতেও পারব না।

যোগমায়া বললেন—ক্ষ্যাপা ছেলে। তারপব ছেলের দিকে এগিয়ে এসে সস্নেহ কণ্ঠে বললেন—যা বাবা একটু ঘুরে আয়।

অলক প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠল—ওরে বাবা! পাখায় পালক গুঁজে আমি ময়ূরের দলে মিশতে যেতে পারব না। তার চেয়ে বল বরং রান্নাঘরে তোমায় সাহায্য করিগে—

যোগমায়া ছেলের একখানা হাত ধরে কোমল কণ্ঠে ডাকলেন—আয়।

অলক সুবোধ বালকের মত উঠে দাঁড়াল কিন্তু কোন কথা বললে না। যোগমায়া মুহূর্তকাল নীরব থেকে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি স্বরে বললেন—মাকে এমনি ভাবেই বুঝি কষ্ট দিতে হয় রে ?

অলক দু'পা পিছিয়ে গেল। কৃত্রিম কণ্ঠে রুষ্ট বললে—তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু হয়েছ মা! হাতে আদেশের তলোয়ার থাকতেও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করছ! জানত অশ্বত্থামা দিয়েছিলেন মাথার মনি। কিন্তু তোমার ছেলের মাথাটা দিলেও ও অস্ত্র নিবারণ করা যাবে না—তা বলে দিচ্ছি—। কথা শেষে সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরদিন।

বেলা আন্দাজ দশটা। অলক ঘরে বসে ছবি আঁকছিল নিবিষ্ট চিত্তে।

হঠাৎ দেখা গেল আয়নায় প্রতিফলিত একটা আলোক বিম্ব। বাইরে থেকে নিস্তব্ধতা দূর করার জন্যই অলক বললে—মায়ের সাথে দেখছি এর মধ্যেই আত্মীয়তা—

অমলা চকিতের মত ঘুরে দাঁড়াল হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল। অলকের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে দুষ্টুমিভরা গলায় বললে—কিন্তু গ্রাসটা ওখানে এসেই থামবে না। অলকের মুখচোখ আরক্ত হয়ে উঠতে দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—রাগ করলেন নাকি ? ওটাত খুব আয়ত্ত করেছেন দেখছি।

অকস্মাৎ এই আক্রমণে অলক বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। বিস্ময়ে বড় বড় চোখ দুটো মেলে জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে-

ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে অমলা বললে -একটু আগে আমার কীর্তি দেখে যে চটেছিলেন, তা জানি। তাই অলক জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল, অমলা তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহজ

অথচ পরিস্কার গলায় বললে—ছবি দেখতে আসিনি ওটা উপলক্ষ্য। এসেছি ক্ষমা চাইতে।

অলক নিস্পৃহভাবে জবাব দিলে—তারই বা কি দরকার ছিল?

অমলার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ধারালো কণ্ঠে বললে—ওটা আপনার শুকনো ভদ্রতা। অন্যায় করলে সেটা স্বীকার করার মতো সৎসাহস আমার আছে।

এতখানি কাটছাঁট জবাবের জন্য অলক তৈরী ছিল না।

সে গুম হয়ে হাতের তুলিটা প্লেটের ওপর নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অমলা তাকিয়েছিল তার দিকে। হঠাৎ তার একটু কাছে সরে এসে রহস্য তরল কণ্ঠে বললে—ভয় করছো নাত?

অলক মুখ তুলে তাকাল। চোখে মুখে নিতান্ত নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে সহজ সুরে অমলা বললে—মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে আছেন বলেই বলছি।

অলক জোর করে হাসবার একটা বিকৃত চেষ্টায় বললে—কথা বলার অধিকারটাও আপনিই একচেটে করে রেখেছেন।

—করি কি বলুন! প্রচ্ছন্ন একটা রহস্যের ঢেউ তুলে অমলা ফিরে যেতে যেতে সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে নিরস কণ্ঠে বললে—লজ্জাটা যখন পুরুষের ভূষণ হয় তখন মেয়েদের aggressive হতে হয় বৈ কি!

অলকের চোখ দুটো দুর্বিনীত ক্রোধে জ্বলে উঠল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে—অর্থাৎ আপনি বলতে চান—

গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এনে অমলা স্থির দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে থেকে বললে—সামনে আকর্ষণের বস্তু থাকতেও যারা সেটাকে এড়িয়ে চলে শাস্ত্র মতে আখ্যা তাদের যাই হোক আমি বলি—তারা কাপুরুষ!

অলক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল আঘাতে নিজেকে সে যে

বিপন্ন বোধ করছিল তা নয়। কিছুক্ষণ পর নতমুখটা তুলে তাকাতেই দেখল অমলা অলক্ষ্যে কোন এক সময় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। গভীর অস্বস্তি ভরে পদচারণা করতে করতে অবশেষে সে গিয়ে দাঁড়াল পশ্চিমের ছোট জানালাটার সামনে।

নিজের ঘরে অমলা ফিরে এলো অপমানিত মন নিয়ে। অলকের চোখে নিজেকে সে যেন অযথা খাটো করে দিয়েছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্যটাকেই তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টিতে সে বিশ্লেষণ করে দেখেছে—এমন সময় পিছন থেকে কমলের প্রতিচ্ছবিটা আয়নার বুকে পড়তেই অমলা চকিতের মত ঘুরে দাঁড়াল।

বললে—কমলদা! তুমি আমাকে ভালবাস?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কমল হকচকিয়ে গেল। অধ স্ফুট কণ্ঠে বললে—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

অমলদা সে কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে, অধিকতব উগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—বিন্তু কেন, কেন বলতে পার?

কমল একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল—উত্তর দিতে গেলে, আবার হয়ত বলবে ব্যাধি। পূর্ণিমায় সাগরের বুক ঠিক যে কারণে ফুলে ওঠে—

অমলা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে—সেটাত প্রকৃতির আকর্ষণ।

—ঠিক তাই।

অমলা তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে—তাহলে আকর্ষণের শক্তি যার আছে, সে শুধু বিশেষ একজনকেই আকর্ষণ করবে কেন? চুম্বক কি শুধু একটা লোহাকেই টানে?

কমল ঘাড় নেড়ে জানাল—হয়ত না। কিন্তু আশৈশব সাহচর্যের দামও ত বড় কম নয়।

—ছাই! তাহলে সবচেয়ে আগে ত পাত্রীর মাকেই—

অমলা ঘুরে দাঁড়াল। কমল ব্যথাহত কণ্ঠে বললে—ও তর্ক থাক। উপস্থিত তুমি চট্ করে চলে এসো আমার সাথে।

অমলা একখানা চেয়ারে অবসন্ন দেহে বসে পড়ে বললে—কোথায় ?

—মেশমশাই ডাকছেন।

—কেন বলত ?

কমল দু'পা এগিয়ে এসে বললে—নতুন অতিথি এসেছেন—আলাপ করতে হবে।

চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে উঠে বসে অমলা গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল—অতিথি এসেছেন। তা আমি—

কমল কণ্ঠে ব্যঙ্গের কিছুটা সুর মিশিয়ে বললে—সাধারণ অতিথি ইনি নন।

—নাই হন—তবু তাঁর অসাধারণত্যের ওপরও আমার কোন লোভ নেই।

—কিন্তু যাওয়া উচিত। অতিথির অসম্মান····

বাধা দিয়ে অমলা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলে—আমি অত করে মান রাখতে পারব না—পারব না—তুমি বল গে।

কমল ফিরে যাচ্ছিল সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল—নিজের বেশ-ভূষার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে আবার বললে—বাবাকে বলগে যাচ্ছি এখনই।

কমল বেরিয়ে গেল, অমলা আয়নার সামনে এসে চিরুণীটা তুলে নিয়ে প্রসাধনে মন দিল।

দুই

হরিনারায়ণের বৈঠকখানা অতি আধুনিক কেতায় সজ্জিত।

ঘরের মাঝখানে নীচু টিপয় ঘিরে যে সোফা 'সেট' ছিল তারই এক-খানায় হরিনারায়ণ বসেছিলেন।

তাঁরই বিপরীত দিকে বসেছিলন সাতাশ-আটাশ বছরের একটি যুবক। এককালে চেহারা তাব সুশ্রীই ছিল। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় অত্যাচাবে তার ভেতরের যা কিছু কমনীয়তা পুড়িয়ে ছাই করে এনেছে।

কমল দাঁড়িয়েছিল অনতিদূরের একখানা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে।

হরিনারাযণ বলছিলেন—বুঝেছ বিনয় যাতায়াত বা আচার ব্যবহার না থাকলে।

বিনয় সোফায় কাত হয়ে পড়েছিল, নিরসকণ্ঠে জবাব দিল সোজা হযে বসতে বসতে—বাট্ এক্সকিউ মী ভাববেন না যে তারই জের টানতে খুব ব্যগ্র আমি।

কথাটা কানে না তুলে হরিনারায়ণ বলে চললেন—না টেনে উপায় কি বিনয়! তোমার বাবা যে আমার কতবড় বন্ধু ছিলেন।

বিনয় গভীর বিরক্তভরে বলে উঠল—প্লিজ্! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত এথাটা ও তরফ থেকে কতবার শুনেছি।

এই কটু মন্তব্যটুকু নীরবে পরিপাক করে নিয়ে, কণ্ঠে জোর দিয়ে হরিনারায়ণ বলে উঠলেন—শুনতে হবে যে! অথচ দেখ কি আশ্চর্য্য—তুমি আমার মেয়েকে দেখনি পর্যন্ত।

ঠিক এই সময়ে দরজার পর্দা ঠেলে অমলা চৌকাঠের গোড়া থেকে

ডাকলে—বাবা। উভয়ে ফিরে তাকালেন।

অমলা বললে—আমায় ডাকছিলে ?

—হ্যাঁ মা, এস।

অমলা ধীরে ধীরে ভেতরে এসে দাঁড়াল।

হরিনারায়ণ বিনয়কে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এঁকে তুমি দেখনি কখনও ? বীরেনের ছেলে বিনয়।

তারপর বিনয়কে লক্ষ্য করে বললেন—আর এ কে জান বিনয় ? আমার সাত রাজার ধন একটি মাণিক। অমলার ক'টি বেস্টন করে তিনি কাছে টেনে আনলেন।

অমলা মৃদুকণ্ঠে রাগ প্রকাশ করে বললে—তুমি আমাকে যার তার সামনে বড্ড অপ্রস্তুতে ফেল বাবা !

হরিনারায়ণ হা হা করে হেসে বললেন—যার তার সামনে নয়রে পাগলী। বিনয় আমাদের ঘরের ছেলে। কাজ উপলক্ষ্যে আমাদের এখানেই এখন কিছুদিন থাকবে।

অমলা গম্ভীর ভাবে বললে—বেশ ত ! আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি।

হরিনারায়ণ বিস্ময়ভরে বলে উঠলেন—সে কি রে ! বিনয়ের সাথে আলাপ করবিনে ?

অমলা ফিরে দাঁড়াল, সংক্ষিপ্তভাবে বললে—এই ত আলাপ করিয়ে দিলে। তাছাড়া উনি ত আজই পালিয়ে যাচ্ছেন না।

হরিনারায়ণ বললেন—তাই বলে অতিথির সম্বর্ধনা।

অমলার মুখখানা থমথম করতে লাগল অন্তরের ক্রোধে। নিরস কণ্ঠে বললে—বেশ আলাপ করছি, পরে দোষ দিও না কিন্তু। ঘুর্ণি হাওয়ার মতই এসে সে টপ করে বিনয়ের সোফাটার হাতার ওপর বসল। তারপরেই ভারী গলায় প্রশ্ন করল—কালকে **minimum temperature** কত গেছে জানেন ?

বিনয় নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

অমলা তেমনি কণ্ঠে আবার বললে—আচ্ছা Darwin-এর theory of evolution বিশ্বাস করেন আপনি ?

তাকে বাধা দিয়ে হরিনারায়ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আঃ কি হচ্ছে অমলা ! যাও ! তোমার কাজ থাকে ত।

ক্রোধে বিনয়ের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, স্থির দৃষ্টিতে অমলার মুখের পানে তাকিয়ে কড়া গলায় বললে—হোয়াট্ ডু ইউ মিন্ ?

অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করে অমলা উঠে দাঁড়াল, পিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—আলাপ হলো ত বাবা ? আমি যাচ্ছি—সে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

হরিনারায়ণ তাড়াতাড়ি বললেন—বুঝলে না বিনয়। বেটীর আমার মাথায় একটু ছিট আছে, নইলে—এদিকে অলকাকে দেখা গেল দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

এক হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে বলছে—দেখ বাবা, পায়ের কাদা মুছতে গিয়ে নিজেকে যেন হেঁট করে ফেলো না।

পরমুহূর্তে সে অন্তর্হিতা হলো। হরিনারায়ণের মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিল। তিনি চুপ করে রইলেন।

বিনয় বললে—এ রকম অদ্ভুত জীবটিকে নিয়ে সমাজে চলাফেরা করেন ?

—সমাজ ! হরিনারায়ণ চৌধুরীর সমাজ যে কত সীমাবদ্ধ····

বাধা দিয়ে বিনয় বললে—সেটা যাতে আরও সীমাবদ্ধ না হয় তাই ওঁকে জানিয়ে দেবেন—ভবিষ্যতে আমার সম্পর্ক একটু সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলতে। তাছাড়া আমি ত আপনাদের ওই কমল বাবুটির মত পোষা প্রাণী বিশেষ নই।

হরিনারায়ণ অব্যক্ত কণ্ঠে একটা কি শব্দ করলেন।

বিনয় বলে চললো—আর ঠিক আপনাদের অনুগ্রহ ভখারী হয়েও এখানে থাকতে আসিনি।

হরিনারায়ণ ভারি গলায় বললেন—আমার মৃত বন্ধুর ছেলে তুমি—আমারও ছেলের মত। এটাও বোধকরি আশা করা অন্যায় হবে না যে তোমার কাছ থেকে সদ্‌ব্যবহারই পাব।

সামনে টিপয়টার ওপর জুতোশুদ্ধ বাঁ পাটা তুলে দিয়ে কাত হয়ে সোফায় শুতে শুতে বিনয় বললে—অন্তত ভদ্রতায় বাধে।

একটা সিগারেট ঠোঁটের কোণায় দিয়ে আবার বলে—এরকম কিছু নয়। তবে—দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে বাঁ চোখের ভ্রূটা নীচু আর ডান চোখটা ঈষৎ তুলে বললে—বাবার সাথে আমার একটু তফাৎ হবে বৈ কি।

প্রগাঢ় অস্বস্তি ভরে হরিনারায়ণ সোফাশুদ্ধ একটু পিছুন ফিরে ঘুরে বসলেন। তাঁর পেছনে দেখা গেল একরাশ ধোঁয়া আর ব্যঙ্গের মৃদু হাসির শব্দ।

॥ তিন ॥

অলকের বাড়ির উঠনের একপাশেই কল আর চৌবাচ্চা।

অলক নিজের মনে গুন গুন করতে করতে মুখে সাবান দিচ্ছিল। তারপর জলের বালতিটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ঢালতে যেতেই নজর পড়ে গেল ওপর দিকে।

সামনের বাড়ীর বাথরুমের খোলা জানালাটা দিয়ে যেন কার মাথার চুলের একাংশ দেখা গেল।

অলক তাড়াতাড়ি গিয়ে যে তারটা চৌবাচ্চার ধারে টাঙানো ছিল কাপড় গামছা ইত্যাদি রাখার জন্যে। সেটার ওপর রাখা কাপড়খানা পর্দার মত করে টেনে দিল।

স্নান শেষে গায়ে পর্যাপ্ত জল নিয়ে সে রান্নাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাগিদ দিয়ে বললে—মা! ভাত দাও শিগগির।

যোগমায়া ভাতই বাড়ছিলেন। মুখ তুলে বললেন—কেন রে, অত তাড়া?

অলোক বললে—বা রে! কাল থেকে বলে রাখলুম মডেল খুঁজতে যেতে হবে।

যোগমায়া হাতের কাজ করতে করতে বললেন—তাই বুঝি হাতের গায়ের জলটাও মোছবার সময় পাস্‌নি।

কোঁচার খুটটা দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে অলক লঘুকণ্ঠে বললে—একেবারে নিঃশেষে কেন মুছি না জান? জল যতক্ষণ গায়ে থাকে মনে হয় যেন তুমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ।

ভাতের থালা নিয়ে যোগমায়া উঠে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন—নে চ'। এবার কোনদিন গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলিস দিকিনি।

কোনরকমে খাওয়া সেরে অলক বেরুবার জন্যে জামা কাপড় পড়ছিল। যোগমায়া অনতিদূরে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—একটু জিরলিও না? এই রোদ্দুরে—

অলক জামার ভেতর হাত গলাতে গলাতে বাইরের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে উত্তর দিল—আমি ত যাচ্ছি মডেল খুঁজতে। পথে বেরুলে দেখতে পাবে কত গরু ঘোড়া ভারী ভারী গাড়ী টানছে।

—বাঃ তুলনাটা তোর····

জুতোটা পরার জন্যে পাশের চৌকিতে বসে পড়ে অলক মায়ের কথার জের টেনে বললে—ঠিক হয়নি এইত বলবে? কিন্তু তাদেরও তবু খবরদারীর লোক আছে।

সে হেঁট হয়ে জুতো পরতে লাগল। যোগমায়া তার পাশে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে ঘাড়ের গলার ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন—নিজেকে অযথা ছোট করে ভেবে কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না বাবা।

—কিন্তু তুমি যাই বলো।

অলক মাথা কাত করে মুখ তুলে তাকাতেই অকস্মাৎ বলে উঠল—

—বাঃ! মা ঠিক অমনিভাবে দাঁড়াও ত—একটুও নড়বে না। যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন।

অলোক এক দৃষ্টিতে একটুখানি তাকিয়ে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে—তোমার এ মূর্তি ফুটিয়ে তুলে জীবনে কোনদিন যদি একখানা ছবি আঁকতে পারি মা····

হেসে বললেন—রক্ষে কর। আর সব ফেলে কিন্তু আমি মডেল হ'তে পারব না।

অলক ফিরে দাঁড়িয়ে কণ্ঠে দাবী ফুটিয়ে বললে—পারবে না কি? পারতেই হবে! একখানা ছবিতে আমি অমর হয়ে রইব। কি নাম দেবো ছবির জানো?

যোগমায়া বিস্ময়ের অভিনয়ে বললেন—নামটাও ঠিক হয়ে গেছে?

—নিশ্চয়ই। নাম দেবো—মর্ত্যের মন্দাকিনী।

হেসে উঠে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কলেজ যাওয়ার জন্যে বেশভূষা সেরে অমলা গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়াল। কমল গাড়িবারান্দার দাঁড়িয়েছিল।

ড্রাইভার দরজা খুলে ধরলে—কমল আগে উঠল, পরে অমলা পা'দানীতে পা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—জলদী চলো। ক্লাশের দেরী হয়ে গেছে।

ড্রাইভারকে দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চড়া সুরে বললে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ড্রাইভার নীচু স্বরে জবাব দিল—সাব জায়গা।

—সাব! অমলা অবাক হয়ে গেল।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে বললে—নয়া সাব।

কঠিন স্বরে অমলা বললে—যেতে হয় পরে যাবেন। আগে আমাদের কলেজে পৌঁছে দিয়ে এসো।

—এইসা হুকুম।

—হুকুম। অমলা চীৎকার করে এক লাফে গাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়ল। দু'চোখে তার আগুন ছুটছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলতে লাগল—হুকুম মাংতা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল।

ড্রাইভার স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। পরমুহূর্তে দ্রুত পায়ে অমলা একটা হাণ্টার হাতে নিয়ে বেড়িয়ে এলো।

সপাং করে একঘা ড্রাইভারের গায়ে কষিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার আঘাতের জন্যে হাত তুলেছে। এমন সময় হরিনারায়ণ ব্যস্তভাবে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাণ্টারটা ধরে ফেলে বললেন—অমলা! মা! গরীব

বেচারাকে রেহাই দে! ওর কোন দোষ নেই। গাড়ীটা বিনয়ের দরকার আমিই বলেছিলুম।

অমলা বাবার দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি সংকুচিতভাবে বলে উঠলেন—বিনয়ের হাইকোর্টে একটু কাজ আছে। তোদের কলেজে পৌঁছে দিয়ে....

স্যুট পরে পাইপ মুখে দিয়ে এই সময়ে বেরিয়ে এসে বিনয় বললে—ইয়েস্! আপনাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে—

জলভরা দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে অমলা বললে—থ্যাঙ্ক ইউ।

তারপর হাতের হাণ্টারটা থামের গায়ে আছড়ে দিয়ে ডাকল—কমলদা চলে এসো।

কমল ততক্ষণে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু তার অনুসরণের জন্যে অপেক্ষা না করে অমলা হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল—পেছন থেকে হরিনারায়ণ ডাকতে লাগলে—অমলা মা! শোন—শোন্।

চার

মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট।

অলক পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। রৌদ্রে ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ বেয়ে তার ঘাম ঝরছিল। হঠাৎ সেতারের একটা মিষ্টি সুর কানে আসতেই সে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে থমকে দাঁড়াল।

ওপরে তাকাতেই নজরে পড়ল দোতলার একটা খোলা জানালায়।

সেতার কোলে একটি তরুণী বসে বাজাচ্ছিল।

পথ থেকে তার দেহের পেছন ভাগের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল তারই মিষ্টি ভংগীতে অলক মুগ্ধ হয়ে গেল।

সে ঐ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো আবিষ্টের মত।

পাশাপাশি দুটো দরজা। একটার সামনে দারোয়ান একজন বসে গোফে তা দিচ্ছিল আর মৃদু হাসছিল।

অলক অন্যমনস্কের মত ঢুকতে যাবে দারোয়ান বাধা দিয়ে শুধু দেয়ালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অলক দেখল ছোট একখণ্ড কালো বোর্ডের ওপর লেখা আছে—প্রাইভেট্। লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি সরে এসে পাশের দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

সামনেই জীর্ণ সিঁড়ি। তাই বেয়ে অলক সন্তর্পণে ওপরে উঠে এলো।

পাশের একখানা ঘরের ভেতর থেকে সেতারের সংগীত ভেসে আসছিল। ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল।

সামনে চাকর শ্রেণীর অল্পবয়স্ক একটি ছেলে টুলে বসে ঢুলছিল।

সংগীতের শব্দ থেমে গেল। অলক জিজ্ঞেস করল—মাইজীকো –

ছেলেটি ঘুম ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াতে অপ্রসন্ন সুরে বললে – মাইজী! মাইজী কোন? দিদিমণি।

ঘরের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে ফিরে তাকাল অলক।

দেখল সুশ্রী একটি মেয়ে দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসিতে মুখ বঞ্চিত করে ডাকল – আসুন।

অলক সংকোচভরে বললে—দেখুন আমি একটি মডেলের খোঁজে বেরিয়ে....

তাকে শেষ করতে না দিয়ে মেয়েটি বললে—পথ থেকে আমাকে দেখে ভাবী মিষ্টি লাগল বলে—বলুন। বলে যান।

কম্পিত হাতে কপালের ঘামটা মুছতে থুছতে অলক জবাব দিল—সত্যিই ভাল লেগেছিল।

—কিন্তু আপনি কি করে—

—নাই বা শুনলেন। আসুন।

আবিষ্টের মত তাকে অনুসরণ করে অলক ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে বলল—কিন্তু ছবি আঁকার জন্য মডেল যে আমার একজন চাই।

—মেয়েটি পাখার সুইচটা টিপে দিতে দিতে ফিরে তাকিয়ে বললে—বসুন। কথা পরে হবে—রোদ্দুরে যা ঘেমে এসেছেন।

গভীর আরামে একখানা কেদারায় বসে পড়ে অলক সপ্রসংশ দৃষ্টিতে পাখিয়ে রইল।

মেয়েটি অদূরে একখানা কেদারার হাতার ওপর বসে পড়ে বললে—শিল্পীর নামটা?

—নামে পরিচয় যাদের সে কোঠায় এখনও এসে পৌঁছতে পারিনি। চিনতে পারবেন কি? অলক রায়।

—সুরের মায়ার অলক রায়। মেয়েটি হাসল।

অলক সবিস্ময়ে বলে উঠলো—আপনিও কিছুটা তাহলে খবর রাখেন! আপনার পরিচয়টা?

কিন্তু এখনও—

—আমার? আপনার মত অত সহজেই কি করে বলি বলুন। অতি আপনার জনও যে নামটা স্মৃতিরেখা থেকে মুছে ফেলতে পারলেই বাঁচেন। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। মুখে আর তার সে হাসি ছিল না। পেছন ফিরে বললে—দরকার হয়ত রমা বলেই ডাকবেন।

অলক তারিফ করে বললে—বাঃ! নামের সাথে একটু আগে সেতার কোলে আপনার সে মূর্তিটা দেখেছি।

রমা চট্ করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—এবার কাজের কথা হোক।

অলক উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে আহত কণ্ঠে বললে—ওঃ। আমার একখানা ছবির জন্য ক'দিন ঘণ্টাখানেক করে আপনাকে ক্ষতি করতে হবে।

—কোথায়?

—ধরুন আমার বাড়ীতেই। তবে সেটা নির্ভর করছে আপনার পারিশ্রমিকের ওপর।

রমা মুখ টিপে হেসে এগিয়ে আসতে আসতে বললে—সেই ভাল এবার আসুন দরকষাকষির পালা সুরু করা যাক। আপনি ধরুন ধড়ের দিকটা আমি ধরি পায়ের দিকটা তারপর যার ভাগ্যে যেটা জোটে।

অলক তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে বললে—নিজের ওজনটা বুঝি ত। একে চিত্রশিল্পী।

—রমা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কথার জের টেনে বললে তার ওপর বাংলা দেশের সুতরাং....

অলক বললে—ভাববেন না কাঁদুনী গেয়ে আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে করছি।

হাসি চেপে রমা বললে—আমিই বা আপনার গলায় দেবার জন্যে কোন্ আঁকসী নিয়ে বসে আছি।

অলক চটে উঠে বললে—আছেনই ত। মনোহারীর দোকান খুলে বসেছেন অথচ তেল সাবান এসেন্সের দর জানেন না।

রমা আহত হলেও সে ভাব দমন করে সংক্ষিপ্ত করে বললে—বেশত! আপনিই বলুন না কত হওয়া উচিত।

—আমি! যদি কম বলি!

তার বলার ভংগীতে রমা হেসে উঠল। জিভ কেটে বললে—আপনি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন?

অলক গম্ভীর হওয়ার চেষ্টায় বললে—বিশ্বাস ভাল। তবে অপরিচিতকে এতখানি····

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সাথে রমা বললে—পুরুষজাতকে বিশ্বাস না করলে কি আমাদের চলে। যাদের হাতে একদিন জীবন যৌবন নারীত্ব সব কিছুই ছেড়ে দিতে হয়। তাদেরই একজনের কাছে সামান্য কটা টাকা····

বাকিটা অসমাপ্ত রেখে রমা মুখে আঁচল গুঁজে ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অলক উঠে পায়চারী করতে লাগল। বাইরে থেকে রমার ডাক কানে এলো—মনুয়া!

ছোট চাকরটার উত্তর শোনা গেল—দিদিমণি!

অলক সরে গিয়ে একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে রইল।

রমা ফিরে এসে সহজ গলায় বললে—রাগ করলেন নাকি? ভয় নেই ওটা ব্যবসাদারীর কথা! বসুন। বসুন।

অলক তার ত্যক্ত চেয়ারে ফিরে আসতে আসতে বললে—এখনও জানতে পারলুম না আসলে আপনি মডেল হতে রাজী আছেন কি না।

—কি করে বলি বলুন। রমা ফিরে গিয়ে আবার চেয়ারটার হাতায় গিয়ে বসতে বসতে বললে—কেশমতী রাজকন্যা আমি, দৈত্যপুরীতে বাস করছি। পাহারা দেবার লোক আছে জানেন ত? পক্ষীরাজ ঘোড়ায়

চড়ে রাজপুত্র আপনি এসেছেন। যদি দৈত্যের প্রাণ সংহার করতে না পারেন—ও কি উঠলেন যে, রমাও উঠে দাঁড়াল।

অলক উঠে দাঁড়িয়েছিল ঈষৎ রুক্ষভাবে বললে—আপনার ঠিক কিছুই নেই অথচ মডেল আমার চাই-ই।

রমা অলকের একখানা হাত খপ্ করে ধরে ফেলে বললে—বাব্বা! বড্ড অরসিক আপনি। একটু দর বাড়াবার অবসরও দেন না। বসুন বসুন—আমার দিব্বি।

অলক নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে—মিথ্যে সময় নষ্ট করবার মত যথেষ্ট সময় আমার নেই। আমি চললুম।

রমার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ছুটে গিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিঠ দিয়ে ঠেসে দাঁড়িয়ে বললে—মাইরি আর কি! ঘরে এতক্ষণ বসে থেকে টাকা না দিয়ে পালাবেন কোথা? আমি চেঁচাব। লোক জড়ো করব।

অলক দু'পা এগিয়েছিলো, অকস্মাৎ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল—আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম।

মুখ টিপে হেসে রমা বললে—ভুলের খেসারতটা····

একটুখানি গুম হয়ে থেকে অলক বললে—আপনাদের চাতুরীর জালে জড়িয়ে আমার মত নগণ্য একটা পোকাকে বধ করে যদি আনন্দ পান তা করুন।

তারপর পকেটে হাত ভরে কয়েকটা টাকা বের করে আবার বললে-মডেলকে অগ্রিম দেবার জন্যে গোটাকয়েক টাকা আছে নিন। দয়া করে দরজাটা খুলে দিন। টাকা সমেত হাতটা প্রসারিত করে দিল।

রমা স্থির দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়েছিল, নড়বার বিন্দুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়ে উপহাস ভরা কণ্ঠে সে শুধু বললে—ও! তবে ত কাপ্তেনবাবু।

কথাটা অলককে যেন কশাঘাত করল—এমনি তার মুখের ভঙ্গী হয়ে উঠল।

সহসা রমা তার একান্ত সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে হাত দুটো ধরে ফেলে বললে—আচ্ছা সত্যিই তাই ভাবতে পারেন, একবারও কি মনে হলো না যে ছলনাটা আমাদের জাতের ব্যবসা।

অলক হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। সে আবার বলে উঠল—দোহাই আপনার আমায় নিষ্কৃতি দিন। এখন এক একটা দিন যে আমার কাছে কত মূল্যবান····

রমা তাকে টেনে চেয়ারের কাছে আনতে আনতে বলল—আমার জন্যে একটা দিন না হয় নষ্ট করলেনই। শুনেছি আমারই মত নারীর জন্যে কত লোক সম্পত্তি স্বাস্থ্য -এমন কি জীবন পর্যন্ত নষ্ট করেছে।

এই সময়ে দরজার বাইরে মনুয়ার গলা শোনা গেল—দিদিমণি!

রমা ডাকল— আয়।

অলককে লক্ষ্য করে কটাক্ষ হেনে বললে—ভয় নেই। এখানে দু'ঘণ্টা থাকলেই যে প্রেমে পড়া যায়, আপনি বোধহয় ঠিক তাদের শ্রেণীর নন।

কথা শেষে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। রেকাবীতে ফল ইত্যাদি নিয়ে মনুয়া ঘরে ঢুকল। রমা বললে—উপস্থিত জাতটা কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে শিখেয তুলে রাখতে হবে।

অলক চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললে—আমায় মাফ করতে হবে। তাছাড়া কাজের জন্যে এসেছি—এত খাতিরই বা কেন?

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে দিতে ঘাড় কাত করে রমা জবাব দিল— যদি বলি, আমার তাতে স্বার্থ আছে। তারপর অলকের পানে এগিয়ে আসতে আসতে ঠোঁট টিপে হেসে বললে- সাপের মত আমরাও খোলস বদলাই। কাল যে পুরোনোটিকে ছেড়ে আপনার কাঁধেই চাপব না····

তাকে বাধা দিয়ে অলক বললে- দেখুন আমি যাচ্ছি—এই আমার কার্ড রইল। ঠিকানা দেয়া আছে। যদি অভিরুচি হয় কাল যাবেন।

রমা ব্যথাহত কণ্ঠে বললে—সামান্য কথার ভারটাও সইতে পারেন না ?

অলক দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললে—না পারি না, সব জিনিষেরই একটা পাত্রাপাত্র ভেদ আছে।

—ও ! তা হয়ত আছে, কিন্তু আমার জানা ছিল না আপনি কাঁসার নয়, মাটির পাত্র।

অলক চলতে চলতেই ফিরে তাকিয়ে বললে—থাকলেই ভাল হোত ?

বাধা দিয়ে রমা নিরস কণ্ঠে বললে—থাক তর্কে কাজ নেই।

অলক দরজা খোলবার জন্যে হাত বাড়াতেই রমা পেছন থেকে ডাকল —শুনুন !

অলক ঘুরে দাঁড়াল।

রমা বললে—একটু কিছুও মুখে দিয়ে যাবেন না ?

—না।

—কেন ! সঙ্কোচ ! ঘৃণা ?

—না।

দরজাটা খুলে ফেলে অলক বললে—প্রাপ্যের অতিরিক্ত আমি কোনদিন নিতে চাই না।

সে বেরিয়ে যেতে রমা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল স্থির অপলক দৃষ্টিতে।

সকাল বেলা যোগমায়া আহ্নিকে বসেছিলেন—ঝিকা ঝি দরজার পাশেই ইঁট বাঁধানো জায়গাটাতে বসে বাসন মাজছিল। অমলা দরজা দিয়ে ঢুকে চারদিক একবার দেখে নিয়ে ঝিকে জিজ্ঞেস করল—মা কোথা ?

—ঘরে পূজো করছেন বোধহয়।

অমলা এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় উঠল। ডাকল—মাসিমা! মাসিমা!

অতি অস্ফুট একটা কণ্ঠ শোনা গেল—উঁ।

শব্দ লক্ষ্য করে পাশের ঘরের দোরগোড়ায় এসে অমলা দেখল সামনে কোশাকুশি রেখে যোগমায়া আঙুলেব বিশেষ একটা মুদ্রায় ব্যস্ত।

তাকে দেখে যোগমাযা মুখ বুজেই শব্দ করে বলতে চেষ্টা কবলেন—আমি পূজো সেরেই যাচ্ছি। একটু বস।

অমলা সবটা বুঝতে না পেরে বললে—এখন যাই! একটু পরে আসব। চোখ মুখ এবং শব্দের সাহায্যে যোগমায়া আবার বললেন—ও ঘরে অমলের সাথে ততক্ষণ গল্প কর আমার হল ব'লে।

অমলা এবার কতকটা বুঝতে পারলেও না বোঝার ভানে দুষ্টমিভরা কণ্ঠে বললে—অলকবাবু দেখলে রাগ করবেন।

এবার যোগমায়া হেসে ফেললেন—বাধ্য হয়ে কথা বললেন—কি বোকা মেয়ে মা তুমি!

অমলা বললে—এই যা। কথা বলে ফেললেন যে! কি হবে?

যোগমায়া মৃদু হেসে সস্নেহ কণ্ঠে বললেন—অনন্ত নরক বাস। তোদের জ্বালায় কি আর কিছু হবার যো আছে। অলক আছে ও ঘরে একটু বস্—আমি যাচ্ছি।

অমলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—শিগ্‌গির সেরে নিন কিন্তু, বিশেষ দরকার। বলে সে অন্তর্হিতা হতেই যোগমাযা আবার আচমন করলেন।

অলক ড্রযিং কবতে ব্যস্ত। দরজার বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে অমলা ডাকলে—পোটোমশাই।

অলক চমকে ফিরে তাকাতেই অমলা হেসে বললে—ভেতরে আসতে পারি?

অলক উঠে দাঁড়িয়ে বললে—মা ও ঘবে পূজো করছেন।

অমলা আহত হলো, বললে—ওঃ! চলি তহেলে—চলেই সে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে এসে বললে—শুনুন দরজার সামনে একটা কাগজে

লিখে রাখবেন যে মা আহ্নিকে বসলে যে কেউ বাড়িতে আসবেন তাঁর অভ্যর্থনা হবে না।

তার কথা বলার ভঙ্গী শুনে অলক হেসে ফেললে। বললে—গললগ্নী কৃতবাস হবার অবসর দিলেন কই? অপরাধ হয়েছে স্বীকার করছি আসুন।

অমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—থাক কেঁদে মান আর····

অলক দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললে—আপনার দিকটা বিবেচনা করেই····

অমলা যেতে যেতে জবাব দিল--সাফাই না গাইলেও চলত।

অলক আরও একটু এসে ব্যাকুলকণ্ঠে বললে—মা জিজ্ঞেস করলে কি বলব?

যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে অমলা বললে—যা অভিরুচি।

ঠিক এই সময় বাইরের দরজাগোড়া থেকে ডাক এলো পুরুষ কণ্ঠে—অলকবাবু আছেন?

অমলা চক্ষের নিমেষে অলককে ঠেলে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। সে ডাক শুনে অলকের মুখখানা শুকনো হয়ে উঠলেও হাসবার অনর্থক চেষ্টায় বললে—অতি দর্পে হত লঙ্কা।

আবার বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল--কই মশাই, বাইরে আসুন না।

ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে অলক বেরিয়ে এলো। বললে—সরকার মশাই নাকি? আসুন।

উঠোনের মাঝখানে দেখা গেল সরকার মশাই দাঁড়িয়ে।

লোকটি সামান্য খোঁড়া। আকৃতিতে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যেটা দেখা মাত্রই লোকের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

মুখখানা বিকৃত করে সরকার বলে উঠলে— আসছি ত নিত্যই মশাই। কিন্তু শুধু কথায় আর কদ্দিন চিড়ে ভিজবে?

অলক গভীর অস্বস্তি বোধ করছিল। আরক্ত মুখে এগিয়ে যেতে যেতে বললে—তপ্ত খোলায় খই পড়লে যেমন ছিট্‌কে ওঠে, সরকার তেমনি ভাবে খোঁড়াপায়ে লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠে বললে—ওসব মতলব আমি ঢের বুঝেছি। জোচ্চুরির আর যায়গা পাননি!

অলক নীচু অথচ কঠিন গলায় বললে—ভাড়া বাকি থাকাটা অপরাধ জানি। গালাগাল দিলে যদি তার কিছু মাত্রও সুরাহা হয় আমার তাতে আপত্তি নেই। অবসর মত এসে যত ইচ্ছে দিয়ে যাবেন। কিন্তু উপস্থিত বাড়িতে অপর লোক আছে।

সরকার মুখভঙ্গী করে বলে উঠল—বেশত ভালই ত। দেখলুম বড় লোকের হিল্লে ধরেছেন—ভাড়াটা না হয় ওখান থেকেই....

ঠিক এমন সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমলা বললে— দরকার হলে আসবো বৈকি।

সরকার হকচকিয়ে গেল। টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কিন্তু আপনি—আপনি কেন?

অমলা কঠিন অথচ পরিস্কার গলায় বললে—আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে যান—কাল এসে ভাড়া নিয়ে যাবেন।

সরকার আর দ্বিরুক্তি না করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অমলা ঘরে ফিরে এসে পেছনের খোলা জানালাটার ভেতর দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের পানে তাকিয়েছিল।

অলক দরজার কাছেই গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নীরস কণ্ঠে বললে—অযাচিত ভাবে টাকা দিতে চেয়ে এ অপমানটা কেন করলেন?

অমলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়াল। সহজ কণ্ঠেই বলবার চেষ্টা করল—টাকা আমাদের আছে বলেই। কিন্তু এইমাত্র এইখানে দাঁড়িয়ে লোকটা যে অপমানটা করে গেল আপনিই বা কি করে সেগুলো সহ্য করছিলেন?

—গরীব বলে।

—দারিদ্র্যের অহঙ্কারে ওগুলো যখন সইতে পারলেন তখন আমার টাকাকটাও গলায় বিঁধবে না।

অব্যক্ত কণ্ঠে অমল বলে উঠলে—দয়া করছেন!

—ছিঃ ধার দেবো, তাতেও যদি আপত্তি হয়....অমলা একটু ভেবে নিয়ে আবার বললে—তার চেয়ে একটা কাজ করুন না। আপনি বরং আমাকে ছবি আঁকা শেখান। যাব টাকাটা গুরুদক্ষিণা বলেই না হয় আমি—কি বলেন, শেখাবেন?

সুগভীর বিস্ময়ে অলক বলে উঠল ছবি আঁকা শিখবেন! আমার কাছে?

অমলা পরিহাস তরল কণ্ঠে বললে—ছাত্রী খারাপ পাবেন না। একটু যা চঞ্চল।

অলক মাথা নেড়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠল—আমি পারব না।

—কি পারবেন না?

—ছবি আঁকা শেখাতে।

—কিন্তু আমি শিখবই।

—আপনি অন্য মাষ্টার দেখুন।

—আমি যদি একলব্যের মত গুরুমূর্তি সামনে রেখে শিখি?

কৌতুক উজ্জ্বল চোখদুটো মেলে ধরে অমলা তার পানে তাকিয়ে রইল।

অলক রাগতভাবে বললে—তাহলে আগেই দ্রোণাচার্যের মত গুরুদক্ষিণা চাইব বুড়ো আঙুল।

—কলা দেখানোর ভংগীতে বুড়ো আঙুল প্রসারিত করে অমলা মুখ টিপে হেসে বললে—এই যে এর মানে কি বোঝেন ত?

অলক রহস্য তরল কণ্ঠে বললে—বুঝি বৈ কি! পাওনার ঘরটা যে আমাদের ওই দিয়েই ভরা।

—দেনা বাড়াতে তাই বুঝি এত ভয়। বলে হাসতে হাসতে অমলা বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

অলকও তার পেছন পেছন বেরিয়ে এসে একটু উঁচু গলাতেই বললে—মায়ের পূজো এখনই শেষ হবে।

সিঁড়ি দিয়ে অমলা নামছিল। অলকের কথা শুনে থমকে দাঁড়াল। সামনে মুখ তুলতেই দেখল—তাদের বাড়ির দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে বিনয় এই দিক পানেই তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে তার ক্রোধের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। অমলার মুখখানা অকস্মাৎ উৎকট গাম্ভীর্যে ভরে উঠল। সবেগে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বেশ ধীর অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই বলে উঠল—মাকে বলবেন, আবাব বিকেলে আসবো। সে ঘুরে আবার বাড়ির দিকে চলল।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দগ্ধপ্রায় সিগারেটখণ্ডটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে সে সজোরে জুতোর তলা দিয়ে ঘষতে লাগল। তারপর হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সামনেই পড়ল একজন বয়স্ক চাকর। সভয়ে লোকটা দূরে সরে দাঁড়াল।

বিনয় কোনদিকে না তাকিয়ে বারান্দা দিয়ে চলতে লাগল। একজন দাসী আসছিল, চক্ষের নিমেষে প্রকাণ্ড ঘোমটা টেনে সে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

বিনয় সিঁড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল।

অমলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। ওপরের গোল বেলিংটা ধরে হিংস্র শ্বাপদের মত বিনয় দাঁড়াল ওৎ পেতে থাকার ভঙ্গীতে। আর একধাপ অমলা ওপরে উঠতেই বিনয় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন কবল—ওই নোংড়া বাস্তু বাড়িতে....

বাধা দিয়ে অমলা মৃদু কণ্ঠে বললে—তুমি ধর ওটা কমল বন।

এই মন্তব্যে জ্বলে উঠল বিনয়। অমলা এগিয়ে চলল।

বিনয় সদর্পে তার পাশে এসে আবার কটু কণ্ঠে বললে—হ্যাঁ, কমল বন। কমল বনের ওই নায়কটি কে ?

অমলা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে তেমনি শান্ত অথচ সংক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল—হাতী নয় কিন্তু। চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

আবার সে এগিয়ে চলল। তার পানে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে বিনয় বললে—পরিহাস নয়। ছুটে এসে অমলার সামনে দাঁড়িয়ে সে বললে—কিন্তু ওখানে যাবার মত জঘন্য প্রবৃত্তি ?

অমলা থামল। মুখের ভাব অবিকৃত রেখে সংযত কণ্ঠে বললে—অনধিকার চর্চার প্রশ্রয় আমি কোন দিনই দিই না।

বিনয় জ্বলে উঠল। জ্বালাভরা কণ্ঠে বলল—অনধিকার চর্চা আমার নাও হতে পারে ত।

মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে ছোট্ট করে অমলা বললে—সেটা সাব্যস্ত হওয়া দরকার। আর মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

অলকের বাড়ি।

সদর দরজায় করাঘাত হচ্ছিল। ঠক্ ঠক্ ঠক্। অলক স্কেচ করছিল।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। আবার দরজায় শব্দ হলো। অলক উঠে পড়ল। উঠোনটা পার হয়ে এসে দরজা খুলে দিতেই অবাক হয়ে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রমা পেছনে মনুয়া।

খুসীভরা কণ্ঠে অলক বললে আসুন—আসুন। রমা আর মনুয়া ভেতরে ঢুকতেই সে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়েই বললে—আসুন—আসুন। ইস রোদ্দুরে একেবারে····

রমা মুখ টিপে হেসে বললে—দেখবেন পুনরুক্তির দোষ যেন না হয়।

অলক বারান্দায় উঠতে উঠতে নিজের মনেই বললে—আপনি যে শেষ পর্যন্ত আসবেন····

রমা বারান্দার ওপর উঠে বললে—প্রাণের ডাক, এড়াই কি করে বলুন।

অলক ফিরে দাঁড়িয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে—দোহাই আপনার। মা আছে পাশের ঘরে।

রমা চাপা গলায় বললে—মা! তারপর দোর গোড়ায় উঁকি দিয়ে দেখলে—যোগমায়া ঘুমুচ্ছে। মাথার গোড়ায় একখানা মহাভারত খোলা।

—বললে—মা দেখছি এই চর্চাটা নিয়মিত ভাবেই করেন।

অলক যেতে যেতে থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিসের?

—দিবা নিদ্রার!

—ওটা। কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব।

তারা ঘরে এলো। ঘরের একপাশে একটা প্লাটফরম ছিল। সেটা দেখিয়ে দিয়ে অলক বললে—উচ্চাসনটা আপনার জন্যেই।

—সব সময়। বলে রমার ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ছবিগুলি দেখতে লাগল।

অলক ইজেলের গায়ে রাখা বোর্ডের ওপর ড্রয়িং পেপার একটা পিন দিয়ে গাঁথতে লাগল।

হঠাৎ রমা ফিরে না তাকিয়ে বললে—আপনার ছবিতে ড্রয়িংযের চেয়ে ভাবপ্রবণ ছবি আঁকেন দেখছি!

অলক ফিরে তাকাল, চোখ বড় করে বললে—সর্বনাশ।

রমা চমকে উঠে বললে—কি হলো?

—আপনার মডেল এনে দেখছি ভুল করে ফেলেছি।

—আমার অপরাধ?

—সজাগ প্রহরীর মত দুটো সমালোচকের দৃষ্টি যদি সব সময় সামনে থাকে....

রমা বললে—অপরের জিনিষ তাহলে নিজের বলে বেমালুম চালাতে অত্যন্ত অসুবিধে হয়—এই ত?

অলক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—আমি চুরি করি?

রমা হাসি গম্ভীর ভাবে বললে—করেন বৈ কি! কিন্তু জানতেও পারেন না।

অলক চোখদুটো বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল তার পানে। একটা কিছু হয়ত বলত কিন্তু তার আগেই চট্ করে রমা বলে উঠল—এবার কিন্তু কাজ আরম্ভ করুন। তারপর প্লাটফরমটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে আবার বললে—আমি এই উঠে বসলুম।

অলক ইজেলের সামনে টুলের ওপর উঠে বসে বললে—বেশ এবারে একটা পোজ নিন।

—আমার কিন্তু ভীষণ হাসি পাবে। এদিকে তাকাবেন না।

অলক ফিরে আঁকবার সরঞ্জাম গুছোতে লাগল, একটু পরেই রমা বললে—এবার দেখতে পারেন।

অলক ফিরেই হেসে উঠল, বলল—ও কি!

রমা রাগের অভিনয়ে বসেছিল। বললে—রাগ।

—ওটার জন্যে পোজ্ না নিলেও চলত।

—বেশ!

রমা মুখ ভারী করে গালে হাত দিয়ে বসল। অলক বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—কি হলো?

হাসি চেপে রমা বললে—অভিমান।

অলক তার ভঙ্গী দেখে হেসে উঠল—রমাও আর হাসি চাপতে পারলে না।

অলক বললে—আগে শুনুনই না ছবিতে আমার যেটা প্রতিপাদ্য।

রমা তাকে শেষ করতে না দিয়েই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে বলে উঠলে—বুঝেছি কোন ত্রিভুজের দুটি বাহু যদি পরস্পর সমান হয়....

অলক বিরক্তভরে বলে উঠলে—আর আপনি যদি শুনতে না চান....

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে রমা উত্তর দিলে—আপনি যদি বুঝিয়ে দিতে না পারেন।

—আমার ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে উপলব্ধি।

—উপলব্ধি করলুম। কিন্তু কিসের?

—ধরুন কোন তরুণী—মানে নারী যখন—মানে যখনই উপলব্ধি করে তার—তার....

অলক ইতস্ততঃ করতে লাগল লজ্জিতভাবে।

রমা হাসি চেপে বললে—তার নতুন দন্তোদ্গম হচ্ছে।

—হোপলেস্! আপনার কল্পনাশক্তি নেই।

—আপনার ব্যাখ্যা শক্তিও প্রায় তাই।

অলক চটে উঠল বললে—আপনি কোন কিছু অনুভব করতে পারেন না ?

—পারি বৈ কি ! জ্বর হলে মাথার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারি। খেতে না পেলে....

অলক উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আর কিছু পারেন না—যাতে কল্পনার দরকার হয় !

রমা সুবোধ বালিকার মত তক্ষুনি ঘাড় নেড়ে বলল—হুঁ ! গাছে কচি আমের থোকা দেখলে বসন্ত এসেছে অনুভব করতে পারি।

অলকের ধৈর্য্যচুতি ঘটল। সক্রোধে বললে—জীবনে কোনদিন কাউকে ভালবাসেন নি। যেদিন প্রথম সেটা বুঝলেন। অনুভব করলেন—ভাবতে পারেন না সেদিনের কথাটা ?

তার এই আকস্মিক বিস্ফোরণে রমা অবাক হয়ে অলকের পানে তাকিয়েছিল। এইবার মুখ টিপে হেসে বললে—থাক তাতে কাজ নেই। অনেক কিছুই হয়ত হাতড়াতে হবে। তার চেয়ে আপনিই বরং বুঝিয়ে দিন।

অলক ভারীমুখে বললে—ধরুন অগাধ সমুদ্রে পড়ে আপনি ডুবতে যাচ্ছেন—কুল পাবার কি কোন চেষ্টাই করবেন না ? না সে সময় সামান্য একগাছি কুটো পেলেও তাকে আঁকড়ে ধরবেন।

—কাকে ধরি ?

গভীর বিরক্তিভরে অলক বললে—আঃ ! মনে করুন না কুটো একটা পেয়েছেন।

—নিরাকার ঈশ্বরের মত ?

মুখবিকৃত করে অলক বলে উঠল—আপনি ভয়ানক ফাজিল।

তার সুরের নকল করে রমা জবাব দিল—আপনি একেবারে কানা।

অলক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল—কানা ! কেন ?

রমা ছোট্ট করে বললে—চোখ নেই বলেই।

অলক হেসে ফেলল। এগিয়ে আসতে আসতে বললে—আপনার ব্যখ্যার বহর বোঝা গেল। নিন এবারে হাতদুটো কাঁধের দুদিকে রাখুন।

রমা হাতদুটো কাঁধের ওপর সমান্তরালভাবে রাখতেই অলক বললে —আঃ! ওভাবে নয়। তারপর কোনদিকে খেয়াল না করে রমার হাতদুটো চেপে ধরে সক্রোধে বললে—এমনি করে—এমনি করে!

রমার হাত দুটোকে বুকের ওপর দিয়ে দুপাশে রেখে দিতেই নিমীলিত চোখে সে যেন অলকের স্পর্শসুখ অনুভব করতে লাগল।

অলক সপ্রসংশ দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে থেকে অব্যক্ত কণ্ঠে বলে উঠল—এই ত চাই। মুখের ভাবটায় খুব একটা শিহরণ তার সর্বাঙ্গে বয়ে চলেছে।

রমা তাকাল। নিরীহকণ্ঠে বললে— খানিকটা তেঁতুল দিতে পারেন?

অলক উচ্ছ্বাসের মাথায় এই আকস্মিক প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—তেঁতুল কি হবে?

—শিহরণটা আপনিই আসত।

অলক হেসে উঠল। ইজেলের কাছে ফিরে যেতে যেতে বললে— ঠিক ওইভাবে বসুন। নড়বেন না।

—রমা পোজ দিয়ে বসে রইল। সুমিষ্ট তার বসার ভঙ্গী।

সত্যিই যেন প্রথম প্রেম সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। হাত দুখানা বুকের কাছে সংবদ্ধ। নিমীলিত চোখ।

স্কেচ করতে বসে অলক রমার পানে ফিরে তাকাতেই বলে উঠল,— কাপড়ের ভাঁজগুলো কিন্তু ঠিকমত পড়েনি।

রমা তাকাল। দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে—ভাঁজ খুলতে পারি কিন্তু ফেলতে ত জানি না।

—থাক, আপনার নড়েও দরকার নেই—বলে অলক উঠে এলো। রমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে সে ভাঁজগুলো ঠিকমত খুলতে লাগল।

রমা একদৃষ্টে তার পানে চেয়েছিল। তার দু'চোখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল দুষ্টুমিভরা লোভ, কামনা। অতি সন্তর্পণে নিজের ডান হাতখানা দিয়ে অলকের মাথাব চুল স্পর্শ করল। তারপর হাতটা একটু নামিয়ে এনে তার ঘাড় পিঠ স্পর্শ করতেই অলক চমকে উঠে তার পানে তাকাল।

রমা চট্ কবে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে যেন হাতে ধুলো জমে আছে ফুঁ দিতে লাগল। অবশেষে অলকের পানে একবার তাকাল যখন, অলক তখন আবার মাথাটা হেঁট কবে ভাঁজ ঠিক কবছে।

হঠাৎ রমা দু'হাতে অলকেব দেহটা তার দিকে আকর্ষণ করে এনে মুখখানা তাব মুখের কাছে নামিয়ে আনতেই অলক সবলে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত কবে নিল।

রমা টাল সামলাতে না পেবে ঠিকরে পড়ল প্ল্যাটফরমটার ওপরেই। কি একটা লেগে তার চোখেব ওপবটা কেটে রক্ত বেরুল। সে ওঠবার চেষ্টা না করে তেমনিভাবে উপুর হয়ে পড়ে রইল।

অলক দু'পা পেছিয়ে এসে জ্বলন্ত চোখে রমার পানে তাকিয়ে পুরুষ-কণ্ঠে বললে—অদ্ভুত আপনার দুঃসাহস ত!

রমা নির্জীবের মতই পড়ে বইল। অলক আবার তেমনি ভাবেই বললে—মানুষ মাত্রকেই আপনারা ভাবেন কি সবাই আপনাদের ওই ঘষামাজা রূপের কাঙাল?

বমা উঠে বসল। তখনও চোখের কোণ দিয়ে তার রক্ত ঝরছিল। সেটা দেখতে পেয়েই অলক বলে উঠল—ও কি! রক্ত!

রমা মুখ তুলে ম্লান হেসে বললে—হ্যাঁ, যোগ্য শাস্তি আমার।

তারপর চাকরটা যেখানে বসে ঢুলছিল তাকে লক্ষ্য করে ডাকল—মুনিয়া!

তন্দ্রাভঙ্গে মুনিয়া ধড়মড় করে উঠে বসতেই রমা আর্দ্র কণ্ঠে বললে—একখানা ট্যাক্সি নিযে।

অলক ধীরে কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—চলে যেতে চান নাকি ?

রমা এই প্রথম মুখ তুলে তার পানে তাকাল। নরম ভাবে বললে—এরপর আমাকে নিয়ে কাজ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু দুঃখ মিছিমিছি আপনার একটা মূল্যবান দিন নষ্ট করলুম।

অলক সুরটা একটু নরম করে বললে—এসেছেন কাজ করতে। ভবিষ্যতে সেইটে মনে রেখে যদি····

রমা তীক্ষ্ণ শ্লেষ বিজড়িত কণ্ঠে বললে—ক্ষমা ? ক্ষমা করছেন ? কিন্তু ক্ষমা ত আমি চাইনি। চেয়েছি শাস্তি—যেটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য।

অলক নীরস কণ্ঠে বললে—বেশ জোর করে আমি কাকেও থাকতে বলছি না।

—আমিই কি জোর করে এখনে থাকতে চাইছি ?

মুনিয়া দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে—দিদিমণি গাড়ী····

রমা দু'পা এগিয়ে গেল। অলক স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ রমা ফিরে দাড়িয়ে বললে- ভবিষ্যতে কি রকম ব্যবহার করব সেটা আমার ইচ্ছে। কিন্তু ভুলে যাবেন না আত্মসম্মান বলে একটা জিনিষ আমাদেরও থাকে। তড়িৎবেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যোগমায়া সদ্য নিদ্রাভঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। বারান্দায় দেখা রমার সাথে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি একবার রমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি কোথা থেকে আসছ মা ?

রমা নত হয়ে তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দাড়াতে খাটো গলায় বললে—আমি মডেল হবার জন্যে····

—ওঃ। তা দাঁড়িয়ে কেন মা ? বস—বস।

—আর বসব না গাড়ি এসেছে।

আর একবার প্রণাম করে রমা যেতে যাচ্ছিল—এই সময় ঘরের দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে অলক বললে—একটু দাঁড়ান। তারপর মাকে ডাকল—মা, চট্ করে শোন। যোগমায়া ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

রমা অন্যদিকে তাকিয়ে, একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে উঠোনটুকু পার হতে লাগল। সদর দরজাটা পার হতেই পেছন থেকে অলক বললে—চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিই।

রমা না দাঁড়িয়ে বাঁকা হাসি হেসে ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললে—কথাটা সত্যি।

—কি ?

—জুতো মেরে গরু দান !

অলকের মুখ চোখ আরক্ত হয়ে উঠল। কঠিন কণ্ঠে বললে—গরুটাই ন্যায্য পাওনা যে ! নইলে আপনার কাছে ঋণী থাকব।

অকস্মাৎ রমা দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো তখন তার জ্বলছিল। ডান হাতটা বাড়িয়ে বললে—দিন আমার পাওনা মজুরি। ঋণীই বা আপনি থাকবেন কেন ? তাছাড়া আমাদেরই বা চলবে কি করে ?

তার প্রসারিত করতলে গোটা পাঁচ ছয় টাকা ফেলে দিয়ে অলক দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললে – আপনার পারিশ্রমিকটা ঠিক যে কত····

বাধা দিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে রমা বললে—কিছু দরকার নেই।

—জানিনা আপনার মনমত হবে কিনা—টাকায় যদি মন আমার নাই ভরে তবু তার জন্যে কোনদিন আপনার কাছে নালিশ জানাতে আসব না।

—অনুগ্রহ করছেন ?

—ওটা শুধু আপনারই একচেটে নাকি ? সুযোগ সুবিধা পেলে অনুগ্রহটা আমরাও দেখাতে জানি। বাকি কটা টাকার জন্যে আমিই না হয় আপনাকে অনুগ্রহ করলাম।

রমার কথা শেষ হওয়ার আগেই অলক এক লাফে তার সামনে এসে দাঁড়াল। রাগে তার সর্বাঙ্গে থর থর করে কাঁপছিল।

রমা ক্রূর হাসি হেসে তার পানে তাকিয়ে থেকে টেনে টেনে বিকৃত স্বরে বললে—যদি দরকাব থাকে তাহলে একটা টাকাও না হয়—

অলক ক্রোধাতিশয্যে কথা বলতে পারল না। দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করে উঠল—আপনি অনুগ্রহ করছেন—আমাকে—আমাকে।

রমা মহিয়সী ভঙ্গীতে দাঁড়িযে ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে খাটো গলায় বললে —হ্যাঁ, আপনাকে। নিতে গলায় বাধছে নাকি? কিন্তু এই শেষ নয়? দরকার হলে ভবিষ্যতে এমনি অনেক অনুগ্রহই আপনাকে দেখাতে পারি।

কথা শেষে সে অলকেব পাশ দিযে হন হন করে চলে যাচ্ছিল। অকস্মাৎ ক্ষুধার্ত শার্দুলেব মত অলোক ঝাঁপিয়ে পড়ে রমার হাত একখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল—কোন অধিকারে আপনি এতবড় অপমান আমাকে করে যাচ্ছেন—কোন্ সাহসে?

রমা প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। পর মুহূর্তে প্রবল হেঁচকানিতে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে আহত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

—আঃ হাত ছাড়ুন—হাত ছাড়ুন লাগছে। অলোক ধীরে ধীরে তার হাতটা ছেড়ে দিতেই রমা হাতখানা তুলে ধরে দেখল—কয়েকটা আঙুলের ছাপ সেখানে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। হাতখানা চেপে ধরে রমা অলকের দিকে তাকিয়ে বললে—ছিঃ! লজ্জা করে না। পুরুষ আপনি! বলে সে ঘুরে এগিয়ে গেল।

অলক স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

রমা গাড়িতে উঠতে উঠতে বললে—জোরসে চালাও।

সাত

খাটের ওপর অমলা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। পূবের জানালা খোলা ছিল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল—মনের মধ্যে তার নানা রকম চিন্তা কাজ করছে।

পূবের জানালা পথে রৌদ্রের এক ঝলকা রোদ এসে পড়েছিল বিছানার ওপর।

দেখা গেল রৌদ্রের ঝলকটা এসে ধীরে ধীরে এক সময় অমলার মুখে চোখে পড়ল। রোদের পরশ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই অমলা ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল। একবার বাইরের পানে তাকিয়েই সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করল।

হরিনারায়ণের বৈঠকখানা।

চায়ের টেব্‌লের ধারে বসেছিলেন হরিনারায়ণ বিনয় আর কমল।

টেব্‌লের ওপর ছোট টিপয়ের ওপর চায়ের সরঞ্জাম ছিল। সকলেই অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন।

বিনয়ের মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। অস্থির হাতে সিগারেট একটা টেবলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল —অসহ্য।

হরিনারায়ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—দেখত কমল, আসছে নাকি?

ঠিক এই সময় লজ্জিত মুখে অমলা ঘরে প্রবেশ করল। বাবার দিকে তাকিয়ে বললে—তোমাদের বসিয়ে রেখেছি বাবা? উঃ! যা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বলে সে টিপয়ের কাছে দাঁড়িয়ে চা ঢালতে লাগল।

হরিনারায়ণ বার দুয়েক গলা ঝেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—অমলা কাল বিনয়ের মুখে যা সব শুনলুম····

তাঁর বলার ভঙ্গীতে অমলা বিস্মিত হলো। মুখ তুলে তাকিয়ে চায়ের কাপটা বাবার সামনে ধরে দিয়ে বললে—কি বাবা ?

—তুমি নাকি কাল····

পিতাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে অমলা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি সংকোচ রোধ করছেন। দ্বিতীয় কাপটা বিনয়ের সামনে ধরে দিয়ে ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে—কি বলতে চাইছ বল ?

—কাল আমাদের বাড়ীর পেছনে ওই ছোটলোকগুলোর বাড়ীতে····

অমলা আহত হলো। কমলের সামনে তৃতীয় কাপটা ধরে দিতে দিতে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে—ছোটলোক কেন বলছ বাবা ওদের ? ওঁরা গরীব বলে ?

বিনয় বলে উঠল—তাহলে ছোটলোক তো বটেই !

অমলা কাপে নিজের জন্যে চা ঢালছিল, বললে—গরীব হলেই কি····

গলায় জোর দিয়ে বিনয় বললে—হ্যাঁ, গরীব বলেই। একমুঠো ভাতের জন্যে যাদের দুবেলা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হয়—দুনিয়া বলতে যারা ওই অন্ধকার বাড়ীটার পাঁচিলের সীমারেখাই বোঝে—তারা ভদ্র হল কি করে ?

কমল কাপটা মুখে তুলতে যাচ্ছিল, নামিয়ে রেখে প্রতিবাদের সুরে বললে—এ ধারণাটা বোধহয় আপনার ভুল। টাকাটা কোনদিন কোন দেশে ভদ্রতার মাপকাঠি হয়নি—হতে পারে না।

বিনয় বিদ্রূপ কণ্ঠে বললে—বাঃ। বক্তৃতাটা আপনার মুখে শোনাচ্ছে ভাল। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ময়ূরের পালক পড়লেই দাঁড়কাক ময়ূর হয় না।

হাতের কাপটা সজোরে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে অমলা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—বিনয়বাবু। কমলদাকে

এভাবে অপমান করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে বলতে পারেন ?

বিনয় হো হো করে হেসে উঠল। এক টুকরো খাবার মুখে দিয়ে চেয়ারের ওপর কাত হয়ে পড়ে উত্তব দিল—অধিকার ! অধিকার আবার কি। কানাকে কানা—খোঁড়াকে খোঁড়া বলার সবার যা অধিকার—এও তাই।

অমলার চোখ দুটো অন্তরের দুর্বিনীত ক্রোধে জ্বলছিল। সবেগে পিতার দিকে ফিরে সে তীব্র কণ্ঠে বললে—তোমার বাড়ীতে বসে কমলদাকে উনি এতবড় অপমান করলেন আর তুমি বোবা হয়ে তাই হজম করলে বাবা !

বিনয় আবার ব্যাঙ্গের হাসি হেসে উঠল।

হরিনারায়ণ মুখখানা কালো কবে উঠে দাঁড়িয়ে ঘব ছেড়ে যেতে যেতে বললেন—যতসব ছেলেমানুষ। ও তোমরাই বোঝাপড়া কর মা ! আমি বাইরে যাচ্ছি। বিশেষ কাজ আছে আমাব।

বিনয় মুখ টিপে হেসে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললে—আপীল নামঞ্জুব ?

ক্ষিপ্তেব মত অমলা দেওয়ালের দিকে ফিবে তাকাতেই দেখা গেল সেখানে হাণ্টাবটা ঝুলছে।

কমল বুঝতে পেরেই সভয়ে উঠে পড়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললে—আজ না তোমার নোট নেবাব কথা ছিল অমলা ! এসো—উঠে এসো আবার কলেজের—

অমলা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে বিনয়েব দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে গেল—অসভ্য—ইতর—চাষা !

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বিনয় বিচিত্র এক মুখভঙ্গী করে শুধু উচ্চারণ করলে—হুঁ—উ—উ....

পাশের ঘরে এসে অমলা অবনম্র দেহে একখানা সোফার ওপর বসে পড়ল। তখনও সে রাগে ফুলছে।

কমল গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালাটার পাশে। লোহার গ. ধবে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ অমলা সোজা হয়ে বসে বললে—তুমি কি আমাদেব মাইনে খাও কমলদা ?

কমল এই আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল।

অমলা তেমনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললে—কেন, কিসের জন্য তুমি ওর অতবড় অপমানটা মুখ বুজে সয়ে গেলে শুনি ?

কমল ম্লান হেসে বললে—অপরের মুখে আর কাঁহাতক হাতচাপা দেবো অমলা ! দোষ আমার নিজেবও ত বড় কম নয়।

—তোমার দোষ ?

—মাঝে মাঝে ভুলে যাই আমি—ধনীদের চোখে পবগাছা বই আর কিছু নই আমি।

আহত কণ্ঠে অমলা ডাকল—কমলদা ! চেয়ার থেকে সে উঠে দাঁড়াল।

কমল আপন মনেই উত্তেজিত ভাবে বলে চলল—এত বড় পৃথিবীতে মাটিব অভাব নেই। তবু আজ পর্যন্ত কোনদিন চেষ্টা করলুম না স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠবার।

—বেশত। সেদিন ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আগে আমার পড়াশোনা শেষ হোক।

কমল ম্লান হেসে বলল—পড়াশোনার কি কোনদিন শেষ আছে অমলা !

একটু থেমে আবার সে কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে উঠল—না অমলা—এবাব বাজ প্রাসাদের মায়া আমায় কাটাতেই হবে। বাইরের জগতে এবার বেরিয়ে পড়ে দেখতে চাই বেঁচে থাকার আমার সত্যিকাব কোন দরকার আছে কিনা।

—সেটা কি এখানে থেকেও হয় না ?

এভাবে-না। এটা আর কেউ না হোক তুমি অন্ততঃ বুঝবে।

অমলা নীরবে টেবিলটার কোণে গিয়ে বসল।

একটু ইতস্ততঃ করে সংকোচের সাথে অমলা লঘুকণ্ঠে বলে উঠলে—তোমার আজ হলো কি কমলদা? এত ভূমিকারই বা দরকার হচ্ছে কেন?

কমলের সব উৎসাহ অকস্মাৎ যেন নির্বাপিত হয়ে গেল। সহজ গলায় বললে—কই তুমি নোট নিলে না তো?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ঠোঁট উল্‌টে অমলা তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে বললে—থাকগে। আজ আর ভাল লাগছে না। সে অলস পদে গিয়ে অদূরে একখানা চেয়ারের ওপর বসে চোখ বুজে রইল।

কমল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে টেবিলটার কাছে গিয়ে বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর একখানা বই তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা পর্যন্ত যেতেই অমলা চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু ওঠবার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে বললে—কমলদা!

কমল ফিরলো।

অমলা বললে—একটা কাজ করবে?

কমল এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলে—কি বল।

—এই হারটা বেচে গোটাকয়েক টাকা এনে দেবে?

—হার বেচে!

কমল স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সে অমলার পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

জিজ্ঞাসাসূচক কোন প্রশ্নই তার মুখ থেকে বার হলো না অনেক সময়।

তারপর কমল নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বললে—ও কাজটা তুমি অন্যকে দিয়ে করিয়ে নাও অমলা। আমার দ্বারা ও কাজ করা কোন সময় সম্ভব হবে না।

অমলা বললে—ক্ষতি কি ?

—হঠাৎ টাকাবই বা তোমাব এমন কি দবকাব হযে প'ড়ল ?

— অলকবাবুদেব আজকে দেবো বলে এসেছি।

কমল হেসে বললে—ওঃ এই। তা মেশোমশাযেব কাছে চাইলেই ত পাব।

অমলা রুক্ষকণ্ঠে বলে—তুমি পাববে কিনা তাই বল ?

কমল স্থিব দৃষ্টিতে কতক্ষণ অমলাব মুখেব দিকে তাকিযে বইল। তাবপব ধীর দৃঢপদে এগিযে এসে ডানহাতখানা বাডিযে দিযে বললে - দাও।

আট

অলকের ঘর।

প্লাটফরমটার ওপর গতদিনের পোজ নিয়ে রমা দাঁড়িয়েছিল। অলক অদূরে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টচিত্তে স্কেচ করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ এক সময় রমা বলে উঠল—শিল্পী! মুক্তি কি পাব না?

অলক চমকে উঠলো, তার দিকে চেয়ে হেসে জবাব দিলে—ওঃ। হ্যাঁ,—আমার ড্রেসিংএব কাজ শেষ হয়ে এসেছে এবার একটু বিশ্রাম করে নিতে পারেন।

আড়ষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সোজা করতে করতে রমা নেমে এসে বললে—ওই যে, ধরাচূড়োধারী একদল লোক সহরে ঘুরে বেড়ায়....

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটা মেলে অলক তার দিকে তাকাতেই রমা আবার বললে—অবলা প্রাণীদের ওপব গাড়োয়ানেরা অত্যাচাব করলে পুলিশ পাকড়াও করে—তাদের উচিত আপনার মত শিল্পীদেব সর্বাগ্রে ধরা।

অলক টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কাবণ?

—নিরীহ মডেল বেচারাদের ওপর জুলুমটা কিন্তু আপনি যেচে কাঁধে নিয়েছেন।

—কালকেব অতবড় কাণ্ডেব পর আপনি যে আসবেন তা ভাবতে পারিনি।

রমা নির্লিপ্তমুখে জবাব দিল—কাল আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলুম মনে আছে? কোন কাজ করলুম না অথচ মজুরী নেব—এত ছোট আমি নই।

অলক সহজ গলায় বললে—ফেরত দিলেই পারতেন।

খিল খিল করে হেসে উঠে রমা বললে—আজ কিন্তু মিষ্টি হাসির অক্ষয় কবচ এঁটে এসেছি। হারাতে পারবেন না।

অলক ঈষৎ নীরসকণ্ঠে বললে—প্রথমদিন থেকে হারার পালা তো আমারই।

রমার চোখে মুখে দুষ্টামি ফুটে উঠল। বললে—তাই নাকি? পরাস্ত শত্রুকে তাহলে বন্দী কবতে পারি।

অলক কৌতুকভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কিন্তু রাখবেন কোথা?

—কেন এই হৃদয় কারাগারে!

অলক অস্বস্তিভরে বেড়াতে বেড়াতে বললে—আচ্ছা বার বার আমায় কথায় বিঁধে আপনার লাভ কি?

বমা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—পাশের গরীব প্রজার ভিটেটা আত্মসাৎ করে বড়লোক জমিদাবেব যা লাভ।

বিকৃত মুখভঙ্গী কবে অলক গিয়ে জানালাটার পাশে দাঁড়াল। তাব দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে এসে বমা বললে—আপনার এখন কি মনে হচ্ছে বলব?

অলক চট্ কবে ফিরে তাকিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গকণ্ঠে বললে—এ বিদ্যেও জানা আছে নাকি?

বমা কৃত্রিম ভারী গলায় জবাব দিল—ভালবাসা সর্বদর্শী যে। আপনার মনে হচ্ছে যে মুখ থেকে ক্রমাগত দুর্বাক্য বেরুচ্ছে সে ভালবাসবে কি করে।

অলক হো হো করে হেসে উঠে বললে—কথাটা আপনার একেবারে মিথ্যে নয়।

হঠাৎ বাইরে অমলার গলা শোনা গেল—মাসিমা ও মাসিমা। উঃ বাবা। কি ঘুম ঘুমোচ্ছেন।

অলক অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো—তাড়াতাড়ি ইজেলের সামনে এসে হাতের কাছে যে তুলিটা পেল, সেইটেই তুলে নিয়ে ভারী গলায় বললে—

নিন, এবার কাজ সুরু করা যাক। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

তার সন্ত্রস্তভাব দেখে রমা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নড়বার সে বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখাল না।

দরজায় ঢুকতে ঢুকতে অমলা বললে—পোটো মশাই কি পুতুল নিয়ে ....হঠাৎ রমার ওপর নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে একবার তার আপাদমস্তক বুলিয়ে নিল।

অলক তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করল—আসুন।

অমলা ঘরের ভেতর এলো। কিন্তু রমার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপনমনে গুণ গুণ করতে করতে অতি সহজ ভংগীতে ঘরের চারদিকে ঘুরতে লাগল—এটা ওটা নেড়ে চেড়ে।

রমা, অমলার এই কেয়ার না-করা ভাব দেখে বিস্মিত বড কম হয়নি। অলককে লক্ষ্য করে বললে—আমি যাচ্ছি।

অলক মুখে বললে—সে কি! কাজ—

—আজ নয়। আমার একটু দরকার আছে—একবার অমলার ওপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলা যেন একমনে ছবিই দেখছিল গুণ গুণ করতে করতে। কিন্তু রমা বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘুরে অলকের পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলে—রূপসীটি কে শিল্পী?

—মডেল!

অমলার মুখখানা কালো হয়ে উঠল, কণ্ঠে শ্লেষ জড়িয়ে সে বললে—ওঃ! মডেলটি ভাল। ছবি আঁকার কাজও বোধহয় বেশ তাড়াতাড়িই এগোচ্ছে।

অলক কোন জবাব দিল না। শুধু রংয়ের প্লেটের ওপর তুলিটা দিয়ে খেলা করতে লাগল।

অমলা তার খুব সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ কঠিন কণ্ঠে বললে—আমার সামনে হলেই বুঝি আপনার বাক রোধ হয়ে যায়?

অলক মুখ তুলে তাকাল। অমলা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—অথচ যতদূর স্মরণ হয়, বাড়ীতে ঢোকবার সময় আপনার গলাটাই—

অলক ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বললে—আমি ত আগেই বলেছি—বলার যা কিছু আপনিই একচেটে করে রাখেন।

আহত হয়ে অমলা ঠোঁট কামড়ে ধরে রক্তহীন মুখে বললে—ওঃ! থাক্ আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

হাতের মুঠোর ভেতর থেকে নোট আর গোটা কয়েক টাকা সে প্ল্যাট-ফরমের টেবিলের ওপর রেখে দিতে দিতে বললে—টাকা ক'টা দিতে এসেছিলুম।

কথা শেষে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অলক একরকম ছোটার ভঙ্গীতেই তার পেছন পেছন এসে ডাকল—শুনুন।

অমলা ভ্রূক্ষেপও করল না। ফিরেও তাকাল না।

অলক আবার ডাকল—শুনুন। এগুলো নিয়ে যান। অমলা ততক্ষণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে।

॥ নয় ॥

হরিনারায়ণের বারান্দা !

একখানা আরাম কেদারায় পড়ে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন গড়গড়ায়।

অদূরে রেলিংয়ের ধারে একটা মোটা থামের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কমল বলছিল—আপনার দয়ার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। ছেলের মতই মানুষ করে তুলেছেন আমায়, লেখাপড়া শেখার সুযোগও দিয়েছেন।

হরিনারায়ণ গম্ভীরভাবে নল টানছিলেন। এই সময় মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন—নিজেদের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছ—সে ত ভাল কথাই।

কমল একটু ইতস্তত করে বললে—আপনার কাছ থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে একদিন সে ক্ষীণ আশাটা মনের কোণে পোষণ করবার দুঃসাহস আমার হয়েছে।

হরিনারায়ণ হাতের নলটা ফেলে দিয়ে উঠতে উঠতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলে—থাক্ থাক্ ওসব এখন থাক কমল, আগে মানুষ হবার চেষ্টা কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কমল ধীরে ধীরে নতমুখে সরে গেল অমলার ঘরে।

অমলা পিয়ানোয় টুং টাং শব্দ করছিল, হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে—তুমি কি সত্যিই যেতে চাও কমল দা ?

কমল পিয়ানোটার ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—এতে মিথ্যের কিছু নেই অমলা।

—কিন্তু তাই বলে এত শিগগিরই ?

—মানুষের মন বড় দুর্বল। দেরী করলে মনের গতিই হয়ত বদলে যাবে। হয়ত যাওয়াই আর হবে না।

অমলা পিয়ানোয় আবার টুং টাং শব্দ করতে লাগল। কমল একটু চুপ করে থেকে বললে—যাবার আগে শুধু একটা কথা তোমার কাছ থেকে জেনে যেতে চাই অমলা।

বাজানো বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল অমলা। কমল আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললে যদি কোনদিন তোমার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত হয়ে ফিরতে পারি সেদিন কি

অমলা ম্লান ভাবে মৃদু হাসল। বললে—আজকে একথার উত্তর চাইছ কমলদা। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিজেকে কোনদিন যাচাই করে দেখিনি। তুমি চলে যাচ্ছ—যদি এমন দিন আসে সেদিন হয়ত ফিরবে। কিন্তু—হঠাৎ কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে ভগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল—না গেলেই তুমি হয়ত ভাল করতে।

কমল ম্লান ভাবে হেসে বললে—যদি সত্যিই এমন দিন আসে তবে কাছে থেকেও ত আমি তোমায় ধরে রাখতে পারব না।

দু'জনেই চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে কমল বললে—তোমায় হারানোর ব্যথা যে কি সে শুধু আমিই জানি। কিন্তু আমার অনুরোধ জানবে কোনদিন কোন সময়ে যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে সংবাদ দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয়ো না। যেখানে যে ভাবেই থাকি না কেন তোমার খবর পাওয়ার সাথে সাথে ছুটে আসবই।

শেষের দিকে গলার স্বর তার ভারী হয়ে এলো।

অমলা শূন্য দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। চোখের কোণে দেখা গেল তার দু ফোঁটা জল। ধীরে ধীরে সে উঠে গিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

কমল তার একান্ত সান্নিধ্যে এসে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—তোমার

চোখের ওই দু ফোঁটা জল পাথেয় করেই আমি হাসি মুখে কাটিয়ে দেব অজ্ঞাত-বাসের দিনগুলি।

অমলা অকস্মাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—তুমি যাও—যাও কমলদা!

কথা শেষে নিজেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অশ্রুবেগ রোধ করতে করতে ছুটে পালাচ্ছিল।

কমল ডাকল—অমলা!

অমলা দাঁড়াল। তারই আগের দিনে দেওয়া হারটা বের করে কমল কাছে এসে বললে—আমার দেওয়া এই ক্ষুদ্র স্মৃতি চিহ্নটা কাছে রেখো।

অমলা তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বললে—হার! আমারটাই যে!

করুণ হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে কমল বললে—গলায় পড়বে অমলা। এর বড় আর কিছু আমি চাই না।

অমলা কোন কথা না বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কমল হারটি তার গলায় পরিয়ে দিতেই সে নত হয়ে কমলের পায়ের গোড়ায় বসে পড়ে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললে- আজকে প্রথম বুঝলাম কমলদা তুমি কত বড়—কত উঁচু তোমার মন।

কমলের চোখে দেখা গেল আলোছায়ার খেলা।

বৃষ্টি পড়ছিল।

হাতে একরাশ জিনিষপত্র নিয়ে অলক ভিজতে ভিজতে পথ চলছিল। গায়ের ওয়াটার প্রুফটা জিনিষগুলোর ওপর চাপা দিয়েছে। তার পাশ দিয়ে একখানা মোটর যেতেই এক ঝলক কাদা তার সারা জামা কাপড় ভরিয়ে তুলল।

একলাফে অলক পাশে সরে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলে—নন্‌সেন্স !

তারপর রোষ কষায়িত চোখ দুটো ফিরিয়ে মোটরটার পানে তাকাল।

মোটরখানা প্রায় তার পাশেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মৃদু হেসে অমলা বললে—দুঃখিত শিল্পী !

তেমনি ক্রোধের ভংগীতে অলক বললে—আপনাদের জ্বালায় নিশ্চিন্তে কি পথেও বেরবার উপায় নেই ?

অমলা হেসে বললে—সমাজতন্ত্র আওড়াচ্ছেন না কি ?

হাত দিয়ে জামা কাপড়টা পরীক্ষা করতে করতে অলক বললে—একটা এনগেজমেন্ট ছিল। দেখুন ত কি করলেন কাদা ছিটিয়ে !

অমলা সপ্রতিভ কণ্ঠেই উত্তর দিলে—যার কপালে যা পাওনা তা সে পাবেই।

এই বলে সে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ক্রোধে বোমার মত ফেটে পড়ে অলক বললে—গড়ীতে বসে বসে হাসতে লজ্জা করে না—

—ও—আপনি।

যেন কিছুই জানে না, এমনিই ভঙ্গীতে অমলা বললে—হ্যাঁ, আমি। বলে সে গাড়ী থেকে নামল।

—গাড়ী থেকে নামলেন যে বড় ?

—আমার হাসি পাচ্ছে যে।

—ওঃ ! বলে জ্বলন্ত চোখে অলক একবার তার পানে তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে চললো। অমলাও তার পাশে পাশে চলতে লাগল।

তাকে পাশাপাশি চলতে দেখে অলক প্রশ্ন করলে—কোথায় চললেন ?

—আপনার সঙ্গে।

—কেন ?

অমলা অলকের হাতের মোটটা নিয়ে বললে—ওগুলো বইবার জন্যে লোকের দরকার ত হতে পারে।

—ওঃ! ঠাট্টা! বলে অলক আবার এগিয়ে চললো।

অমলা কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়ল না। নীরবে পাশে পাশে চলতে লাগল। আর মাঝে মাঝে অলকের দিকে তাকাতে লাগল।

আবার অলক ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে—আপনি আমার সঙ্গ ছাড়বেন কি না ?

—একা পথ চলতে আমার ভয় হয় কিনা তাই—

—কেন গাড়ী ত আছে।

অমলা খুসীর ভঙ্গীতে বলে উঠলে—সেই ভাল চলুন।

বিস্মিত অলক প্রশ্ন করলে—কোথায় ?

—কেন গাড়ীতে।

— আমি!

—পথ ত একই।

—আমায় মাফ করতে হল। বলে বিরক্তি ভরা মুখে অলক হাঁটতে লাগল।

অমলা কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়ল না।

অলক মুখ ফিরিয়ে দেখলে—বৃষ্টিতে অমলার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

সিক্ত অলকগুচ্ছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ে তাকে ভারি সুন্দর করে তুলছে।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে হতাশের ভঙ্গীতে বললে—আচ্ছা এ কি আপনার সখ ? বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট পাচ্ছেন।

অমলাও দাঁড়াল—অলকের দিকে না তাকিয়ে আপন মনে বলে চললো—বেশীক্ষণ ভিজলে কিন্তু আমার অসুখ হয়।

অলকের মুখখানা অপ্রতিভ লজ্জায় থম-থম করতে লাগল। হাতের ওয়াটার প্রুফটা সে অমলার গায়ে ছুঁড়ে দিল। মুখে কিছু না বলে এগিয়ে চলল। অমলা তার পাশে।

এবার অলক না দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়েই বললে—আপনি ফিরবেন কি না?

অমলা বললে - আপনাকে না নিয়ে নয়।

অলক ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বললে—আমি ত বাড়ি যাচ্ছি না।

খুসীর অভিনয়ে অমলা বললে—সত্যি আমারও বাড়ী ফিরতে একটুও ইচ্ছে করছে না। এমন খুসীর বাদলার দিনে....

একটা গলির মোড়ে এসেছিল তারা। গলির ভেতর থেকে স্যুটধারী একটি যুবক ম্যাকিনটস্ গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এসেই অলককে দেখতে পেয়ে খোলা গলায় বলে উঠলে—হ্যালো আর্টিষ্ট, এমন ভরা বাদলে কোথায় চলেছেন ভিজে ভিজে!

অমলার দিকে নজর পড়তেই অকস্মাৎ থেমে পরে সে বলে উঠলে—ওঃ সরি! তা গেছলে কোথায়?

অলক অস্বস্তি ভরে বললে—কয়েকটা জিনিষ কিনতে।

যুবকটি হাসিমুখে মাথা দুলিয়ে বললে—আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না।

অলক কিছু বলবার আগেই অমলা এক পা এগিয়ে এসে স্মিত হাস্যে বললে—এর মধ্যে রহস্যের গভীরতা কিছু নেই। আমি ওঁর ছাত্রী।

যুবকটি অলকের পিঠ চাপড়ে রহস্য তরল কণ্ঠে বললে—ভাগ্যবান তুমি! আচ্ছা চলি। তোমাদের আর ভেজাবো না। নমস্কার।

অলক চলতে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। ইতস্ততঃ করে বললে—আমি এভাবে আপনার সাথে যেতে পারব না।

অমলা—পথে নারী বিবর্জিতা নাকি?

অলক রেগে বললে—শুধু পথই কেন—আপনার মত নারীকে

উচিত—সব সময় বর্জন করা।

অমলা হেসে বলে—কিন্তু কমলি যে ছাড়ে না।

—এরকম ভাবে ভেজার কি দরকার? যদি অসুখ করে?

—সেবা করবেন।

—দায় পড়েছে আমার। চলুন গাড়ীতেই।

—না, আমি ভিজব। শেষে সে গাড়ীতে উঠে এলো। শহরের পথ ধরে গাড়ী ছুটে চলেছে।

অলক জানালার বাইরে তাকিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলে—বাঃ চমৎকার!

অমলা ফিরে তাকিয়ে বললে—কে! আমি ত?

সেকথা কানে না তুলে অলক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে—পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন কি সুন্দর খেলা।

অমলা ছোট্ট করে বললে—বড্ড লঘু।

অলক দমে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললে—মিউজিয়মের কাঠামোর ভেতর বেশ একটা গাম্ভীর্য্য আছে।

অমলা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে—প্রাণ নেই। যত সব মরা জীবের কঙ্কাল থাকে।

গাড়ী চলেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে। অলক সে দিকে তাকিয়ে বললে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সাথে তাজমহলের বেশ একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রেম আর ভক্তির দুটি স্মৃতি মন্দির।

অমলা কৃত্রিম কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা কোনটা উঁচু?

অলক তার পানে তাকিয়ে নীরস কণ্ঠে বললে—আপনার যদি কোন রসবোধ থাকত তাহলে এ প্রশ্ন করতেন না।

অমলা মুখ টিপে হেসে বললে—আপনার একটু সাধারণ জ্ঞান থাকলে ভাল হত।

—নেই কিসে বুঝলেন?

অলক গুম হয়ে অপর দিকে তাকিয়ে রইল। গাড়ীর গতি কমে এলে অমলা মুখ টিপে হেসে বললে—কি ভাবছেন? মানহানির নালিশ করবেন নাকি আমার নামে?

অলক ভারী গলায় বললে—সাক্ষী থাকলে করতুম।

—কোন আদালতে?

—ধর্মের।

অলক তার দিকে এমন ভঙ্গীতে ফিরে তাকাল যে সে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—ভয় নেই।

গাড়ী চলেছে।

মাঝেরহাট পোলের ওপর গাড়ী পৌঁছিতেই অলক চমকে উঠে বললে—একি কোথায় যাচ্ছেন?

অমলা তার দিকে না তাকিয়ে সহজ গলাতেই জবাব দিল—যে দিকে দু'চোখ যায়।

—চোখ ত আপনার অনন্ত প্রসারী।

অলক গাড়ীর দরজা খুলে বললে—নামিয়ে দিন আমাকে।

অমলা হেসে উঠলো। গাড়ীর গতিবেগ দিল বাড়িয়ে।

অলকের গলার শব্দ আর একটু চড়ল—নামিয়ে দিন। আপনার খুশীর খেয়ালে চলবার মত অবস্থা আমার নয়।

গাড়ীর গতিবেগ আরও বাড়ল। তারই প্রচণ্ড শব্দে অলকের গলা আর শোনা গেল না। শুধু দেখা গেল অলক সভয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

ডায়মণ্ড হারবার !

গঙ্গার ধার। একটা বড় গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে দেখা গেল অমলা'র মুখের একটুখানি।

সে উঁকি দিচ্ছিল, মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করে মুখটাকে সে সরিয়ে নিল। দেখা গেল অলক ছুটে আসছে। সে কাছে আসতেই খিল খিল করে হেসে উঠে অমলা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল।

অলক পেছন থেকে ডাকল—আমি হার মানছি অমলা দেবী, দাঁড়ান।

অমলা একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শাসনের ভঙ্গীতে বললে—আবার আপনি—

অলক তার কাছে আসতে আসতে বললে—তুমি যদি ফের আপনি—

—আপনি—তুমি।

—তুমি—আপনি।

অলক বিব্রত কণ্ঠে বললে—কি মুস্কিল ! এ যে কিছুতেই—

—বেশ তুমি এখানেই বসে বসে মুখস্থ কর। দেখ এবার ভুল হলে—হাসতে হাসতে সে গঙ্গার একেবারে কিনারায় গিয়ে বসল।

পেছনে পেছনে অলকও এসে অতি সন্তর্পণে তার পাশে বসে পড়ল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

অমলার মুখে আর হাসির লেশমাত্র ছিল না।

অলক আর একটু অনুচ্চকণ্ঠে বললে—কেন যে মানুষ আকাশ ভেদ করা ইট পাথরের খাঁচা তৈরী করে নিজেদের হৃদয় পাষাণ করে তোলে—ভেবে পাই না অমলা। কি তারা চায় আর কি যে পায়।

অমলা কোন কথা বলল না। শুধু শূন্যে উদাস দৃষ্টিটা মেলে একবার তার পানে তাকাল।

অলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে নদীর পানে তাকিয়ে থেকে টেনে টেনে কল্পনার জাল বুনতে লাগল—এমনি কোন নদী তীরে—ছোট একটি নীড়। ঝকঝকে আঙ্গিনায় গৃহবধূ জ্বালে মাটির প্রদীপ! দিনের শেষে স্বামী ফেরে নৌকা ভরে সোনালী ধান নিয়ে। এমন সময় একখানা গান ভেসে আসতেই অলক স্তব্ধ হয়ে গেল।

অদূরে দেখা গেল আরও দু' একটি ভ্রমণার্থী দল বেঁধে গঙ্গার ধারে বসে।

তাদেরই একজন গাইছে একটা মধুর গান।

অমলা আবিস্টের মত ধীরে ধীরে পাড়ের উপর হেলান দিয়ে পড়ে রইল—অলক শূন্য দৃষ্টিতে নদীর পানে চেয়ে রইল।

॥ দশ ॥

হরিনারায়ণের বারান্দা !

হরিনারায়ণ ঘন ঘন নল টানছিল। বিনয় পায়চারী করে বেড়াচ্ছিল। আর বার বার ঘড়ি দেখছিল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে বললে—আপনার বারণ করা খুব অন্যায় হয়েছে।

হরিনারায়ণ কোন উত্তর না দিয়ে নলে আরও গোটাকয়েক জোরে টান দিয়ে বললেন—কি ?

—সে সময় যদি গাড়ীখানা আনাতে আমায় বারণ না করতেন, তা হলে এতটা ঘটত না।

হরিনারায়ণ হাতের নলটা ফেলে দিয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন—তাই ত এত দেরী হচ্ছে কেন। তুমি আর একটু অপেক্ষা করেই না হয় যেয়ো।

বাধা দিয়ে বিনয় রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলে—অসম্ভব ! দরকারের সময় যদি নাই পেলুম....

বিনয় সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে—এমন সময় গেটের ভেতর মোটর প্রবেশের আওয়াজ শোনা গেল।

হরিনারায়ণ বলে উঠলেন—ওই বোধ হয় এল।

বাড়ীতে ঢুকে অলক থমকে দাঁড়াল। চারদিক অন্ধকার দেখে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল—মা ! মা !!

কোন সাড়া নেই।

মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে উঁকি দিয়ে দেখলে, যোগমায়া

মেঝেয় পড়ে আছেন। অলক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি অমনভাবে শুয়ে আছ যে ?

যোগমায়া অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—দেখ্ তো বাবা ! বোধহয় একটু জ্বর হয়েছে।

—জ্বর ! অলক মায়ের দেহের তাপ পরীক্ষা করে বলে উঠলে - একটু কেন ! বেশ জ্বর ! গায়ে এত জ্বর নিয়ে তুমি এই ঠাণ্ডা মেঝেয় পড়ে আছ ?

ম্লানভাবে একটু হেসে যোগমায়া বললেন—না রে বেশী নয়। মাথাটা বড় ঘুরছিল বলে উঠতে পারিনি। তাই এখানেই শুয়ে পড়েছি।

কোন কথা না বলে অলক একেবারে মাকে শূন্যে তুলে নিয়ে শয্যার ওপর শুইয়ে দিয়ে বললে—একটা গুরুতর কিছু না করে দেখছি তুমি ছাড়বে না।

আলোটা জ্বেলে এনে অলক টেবিলটার ওপর বসিয়ে দিলে।

যোগমায়া অর্ধনিমিলিত নেত্রে বললেন—একটু জল দিতে পারিস বাবা ?

গ্লাসে জল ঢেলে মায়ের মুখের সামনে ধরতেই যোগমায়া কনুয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন। কিন্তু জলপান করতে গিয়ে মুখখানা তাঁর যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল।

অলক উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—বুকে লাগছে ?

আবার শুয়ে পড়ে বুকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে যোগমায়া অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—হাঁ বাবা—এইখানটায় !

—আমি একটা ডাক্তার ডেকে আনি।

হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডেকে বিছানায় বসতে বলে বললেন—ডাকতে হয় কাল ডাকিস বাবা ! তুই ততক্ষণ আমার মাথাটায় হাত বুলিয়ে দে।

অলক গুম হয়ে মার শয্যার পাশে বসে রইল।

অমলা পিয়ানোর সামনে বসে খুব হালকা ধরণের একখানা গান গাইছিল। চোখে তার একটা দীপ্তি।

মায়ের পাশে বসে অলক গানের সুরটা শুনছিল। এক সময় নিজের কপালটা টিপে ধরে দরজা দিয়ে পাশের বাড়ীটার পানে তাকিয়ে রইল।

অমলার গান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই সময় এক তোড়া গোলাপ ফুল নিয়ে খুশী ভরা মুখে বিনয় ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই অমলার গান থেমে গেল।

সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বিনয়ের পানে তাকাতেই, বিনয় মুরুব্বিয়ানা চালে মাথা নেড়ে বললে—গলা আপনার বেশ মধুর। কিন্তু এ ধরণের নিম্নমানের গানে সমাজে আপনার উন্নতির আশা কম। এই বলে কাঁধের পাশ দুটো তুলে তার অপছন্দটা জানিয়ে দিল।

অমলা না চটে সহজ সুরেই উত্তর দিলে—সমাজের সাথে সম্বন্ধটা আপনার একটু কম কিনা তাই এ কথাটা বলতে আপনার মুখে বাধল না।

বিনয় গম্ভীর ভাবে বলল—কথাটা খুবই সত্য।

টেবিলের ওপর একটা ফুলদানীতে এক গোছা রজনীগন্ধা ফুল ছিল। সেটা তুলে অমলা শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললে—ওগুলো এখানে রাখুন।

বিনয় গোলাপ ফুলের তোড়াটা ফুলদানীটা ওপর বসিয়ে দিয়ে বললে -গোলাপ ফুলই এখানে মানায় ভাল।

অমলা তেমনি ভঙ্গীতেই বললে—কিন্তু রজনীগন্ধা যখন আমার প্রিয় ওটাই আমি বেশী করে পছন্দ করি।

বিনয় অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে—কিন্তু আমি রজনীগন্ধাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

অমলা বাঁকা হাসি হেসে বললে—কিন্তু গন্ধটা চড়া বলে গোলাপকে আমি কম পছন্দ করি।

—অন্ততঃ ফুলের মত নরম জিনিষ যে সব....

অমলা উঠে এসে গোলাপের তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—তাদের স্থান এখানে নয়!

ফুলদানীটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপর সজোরে আছড়ে ফেলে দিয়ে বিনয় বললে—মেয়েদের এতখানি অহঙ্কার আমি কখনও সহ্য করি না।

অমলা ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠে বলে—যান—বেরিয়ে যান এখন থেকে!

বিনয় হো হো করে হেসে উঠলো। বিদ্রূপ কণ্ঠে বললে—তোমার সুন্দর মুখের মিষ্টি হুকুম পেলে সত্যিই আমি অমান্য করতুম না। কিন্তু....

শব্দ এবং চীৎকার শুনে হরিনারায়ণ ছুটে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন—অনেক দূরে কৌতূহলী দু' একটা দাসদাসীর মুখও দেখা গেল।

বিনয় হরিনারায়ণাক লক্ষ্য করে বললে—আপনাদের ধনী নামের মুখোসটা আমার অনুগ্রহের ওপর কতখানি নির্ভর করছে জবাব আপনারা তার অবিলম্বে পাবেন। এ কথা বলেই বিনয় বেরিয়ে গেল।

অমলা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল ওদিক পানে চেয়ে।

হরিনারায়ণ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে নিজের হাতখানা কন্যার কাধের ওপর রাখতেই অমলা ফিরে তাকাল।

হরিনারায়ণ ডাকলেন—মা!

—তুমি কেন আমার কাছে সব লুকিয়ে রাখ বাবা। এতখানি অপমান উনি করে গেলেন কোন সাহসে? এই বলে অমলা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

॥ এগারো ॥

পরদিন প্রাতে ডাক্তার যোগমায়াকে পরীক্ষা করে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। বিনয় প্রেসক্রিপ্‌সনখানা হাতে নিয়ে পেছনে এসে দাঁড়াতেই—তিনি ভারী গলায় বললেন—কেসটা একটু সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। সর্দ্দি বুকের দু'দিকেই বসেছে।

অলক কোন কথা বললে না। তার মুখে ফুটে উঠল একটা উৎকণ্ঠার ছায়া।

ডাক্তার আবার বললেন—শুশ্রূষার জন্যে একজন নার্স রাখা দরকার। আপনার একলার পক্ষে সবদিক সামলানো মুস্কিল।

অলক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শুধু বললে—হুঁ।

ডাক্তার বললেন—আচ্ছা চলি আমি। প্ল্যাসটারটা ঠিকমত দেওয়া হয় যেন। তিনি চলতে গিয়ে আবার ফিরে বললেন—আর দরকার হলেই আমায় খবর পাঠাবেন।

ডাক্তার চলে গেলেন। স্থানুর মত কতক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে অলক আবার ঘরে ফিরে এল।

যোগমায়া দুর্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কটা বেজেছে বাবা বলতে পারিস?

—দশটা হবে বোধহয়। বলে অলক মায়ের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল।

দুর্বল কনুইয়ে ভর দিয়ে যোগমায়া উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অলক বলে উঠলে—উঠোনা—উঠোনা—উঠছো কেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে যোগমায়া বললেন—এত বেলা হোল এখনও তোর রান্না চড়ান হলো না যে—একটু বসিয়ে দেত বাবা।

জোর করে অলক তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বললে—একটা দিন না হয় নাই খেলুম মা।

মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে যোগমায়া দেবী বিড় বিড় করতে লাগলেন। বললেন—খাবি না কিবে? আমি বেঁচে থাকতে? না তা আমি পারব না বাবা! শেষের দিকে কথাগুলো তাঁর অস্পষ্ট বোধ হল।

অলক স্নান আহার ভুলে গুম্ হয়ে মায়ের শিয়রে প্রহরীব মত বসে রইল। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো—তবু তাব ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক নাই। তারপর এলো রাত্রি- রাত্রি প্রভাত হলো তবুও তার কোনদিক খেয়াল নেই।

অলক তখন মায়ের শয্যার পাশে বসে বসে ঢুলছিল এমন সময় দরজার পাশ থেকে রমা ডাকল—অলকবাবু!

অলক চমকে উঠল। দাঁড়িয়ে উঠে বললে- মায়েব বড় অসুখ। আজ আব কাজ করতে পারব না।

— অসুখ!

রমা ঘবেব ভেতর এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে - হঠাৎ কি এমন ভারী অসুখ করল?

— নিউমোনিয়া!

রমাব মুখ দিয়ে অস্ফুট ভাবে বেরল—নিউমোনিয়া! একটু চুপ করে থেকে আবার বললে— তাহলে ত বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন আপনি। সারারাত কাল জাগতে হয়েছে ত?

—না! ঠিক সারারাত নয়।

মেঝের ওপর এক ঠোঙ্গা খাবার পড়েছিল। সেটা দেখিয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে রমা বললে— খাওয়াও নিশ্চয় হয়নি?

—না। ও প্রশ্নটা এখন অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি।

—কেন বলুন ত? মনটার মত শরীরটাকেও শক্ত লোহা বানিয়ে ফেলেছেন নাকি?

—পারলে ত হোত। তাহলে অন্ততঃ আপনার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অতীত হয়ে যেতুম।

—তা বটে! রমা এগিয়ে এসে মিনতিমাখা কণ্ঠে বললে—আমি ততক্ষণ মায়ের কাছে বসছি আপনি গিয়ে একটু গড়িয়ে নিন।

মাথা নেড়ে অলক বললে—না, কিছু দরকার নেই।

—যান উঠুন বলছি।

—কিন্তু আপনার বসে লাভ কি? মা যদি জল খেতে চান।

রমার মুখখানা ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে উঠল। বললে—তা ঠিক।

দু'জনেই চুপচাপ! হঠাৎ একসময় রমা বললে - আচ্ছা আজ তবে চললুম। পারি ত কাল একবার খবর নেবো।

সে দরজার কাছে এগিয়ে এল।

অলক তাড়াতাড়ি উঠে বললে—এর মধ্যেই চলে যাবেন?

রমা বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। অলকের দিকে না তাকিয়ে সহজভাবেই বলবার চেষ্টা করল—থাকার সার্থকতাই বা কি?

অলক ঈষৎ অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বললে - ছবি আঁকা হলে ত এরচেয়ে বেশী সময় আপনার নষ্ট হোত।

—সে তবু একটা কাজ।

অলক চটে করে উঠে ছেলেমানুষের মত বললে—আর রোগীর পাশে একলা মুখ বুজে বসে থাকা বুঝি খুব আনন্দের?

তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে রমা হেসে ফেললে—বললে, বাঃ! এত আপনার অন্যায় রাগ! সে আবার ঘরে ঢুকল।

॥ বারো ॥

হরিনারায়ণ চঞ্চলপদে পদচারণা করে বেড়াচ্ছিলেন।

বিনয় শিথিল দেহে বসে বসে সিগারেট থেকে ধূমোদ্গীরণ করছিল।

হরিনারায়ণ বললেন—না, না, এ রাগের কথা নয় বিনয়; তোমার আমার মধ্যে আজ সমস্তটা পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত।

একপাল ধোঁয়া ছেড়ে বিনয় বললে—জটিল কোনখানটা মনে হচ্ছে বলুন তো?

পদচারণার মাঝে হরিনারায়ণ হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—তোমার বাবার কাছে ঋণ করেছিলুম সত্যি! আজ পর্যন্ত তা শোধ করতে পারিনি। কোনদিন হয়ত পারবও না। কিন্তু তাই বলে সেটাই যদি অমলাকে তোমার হাতে সঁপে দেবার একমাত্র কারণ বলে ধরে থাক....

বিনয় সোজা হয়ে বসে বললে—একমাত্র না হলেও অন্যতম বটে।

—না, না তুমি ভুল করছ—খুবই ভুল করছ। অল্প বয়সে একদিন তোমার বাবা আর আমি—প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—অমলার সাথে তোমার বিয়ে দেবার।

বিনয় বললে—ওসব সস্তার উপন্যাসেই পাওয়া যায়। আপনি জানেন আপনার ধনী নামের মুখোস এখন নির্ভর করতে আমার মর্জির ওপর। আর সে মর্জিকে খুসী রাখতে গেলে আমার হাতে আপনার মেয়েকে দেওয়া দরকার।

হরিনারায়ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অব্যক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—অমলাকে আমি টাকার বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে পারবো না। ওর চেয়ে প্রিয়তম জিনিষ আমার আর কিছু নেই। এ তুমি কি বলছ?

বিনয় চরম নির্মমতার সঙ্গে বললে —আমি জানি মুখের সামনে আয়না ধরতে এক শ্রেণীর লোক চিরদিনই ভয় পায়।

হরিনারায়ণ দুহাতে টেবিলের কোণটা মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নত করে রইলেন।

যোগমায়ার ঘর।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঘরের ভেতর তার তরল ছায়া।

অলক মেঝেয় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। যোগমায়ার শয্যার পাশে টুলের ওপর থেকে উঠে এসে রমা ডাকল—অলকবাবু! অলকবাবু উঠুন। মাকে শুষুধ দেবেন না?

অলক ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে—উঃ! যা ঘুম ঘুমুচ্ছিলাম।

রমা দরদী কণ্ঠে বললে—ঘুমের আর কি অপরাধ বলুন।

শিশি থেকে ওষুধ ঢালতে ঢালতে অলক বললে—সন্ধ্যা হয়ে এল। অনর্থক আপনাকে আটকে রেখে কষ্ট দিচ্ছি।

রমা বললে—আমাকে তাড়াবার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

মাকে ওষুধ খাইয়ে অলক এসে রমার সামনে খাটের ওপর বসল। বললে—না ব্যস্ত ঠিক নয়। আপনি যদি না আসতেন আমার দশা যে কি হত তা ঈশ্বরই জানেন।

জিভ কেটে কৃত্রিম কণ্ঠে রমা বললে—দেখবেন ভুলে স্বীকার করে ফেলবেন না যেন।

উত্তেজিত ভাবে অলক বলে উঠলে—কেন, অস্বীকার করব কার ভয়ে।

অকস্মাৎ দরজা গোড়ায় ছায়ামূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করলে—কে ?

—আমি—বলে অমলা দুহাতে দুপাশের চৌকাট ধরে ভেতরে ঢুকে বললে—ওঃ! মাফ করুন। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সে হন হন করে চলতে লাগল।

অলক প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর ছুটে ঘরের বাইরে এসে ডাকল—অমলা—অমলা—শোন—মায়ের অসুখ—

অমলা তখন সদর দরজায় পা দিয়েছে। না দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে—সেবার লোক ত রয়েছে। পরক্ষণে সে সদর দরজা দিয়ে অন্তর্হিতা হয়ে গেল।

শ্লথপদে অলক ঘরে ফিরে আসতেই রমা দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দেশলাই থাকেতো দিন—আলোটা জ্বালি। না লজ্জায় মুখ দেখাতে বাধবে ?

দেশলাইটা ফেলে দিয়ে নীরবেই অলক জানলার ধারে দাঁড়াল। লণ্ঠনটা জ্বালতে জ্বালতে মুখ ফিরিয়ে রমা বললে—আমার জন্যে আজকে আপনার গুরুতর একটা ক্ষতি হলো।

ম্লানভাবে একটু হেসে অলক বললে—না, ক্ষতি আর আমার এমন কি। অনর্থক সন্ধ্যেটা আপনার নষ্ট করে দিয়ে যে ক্ষতি করলুম তার তুলনায় কিছু নয়।

রমা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সাথে বললে—না হয় পুষিয়েই দেবেন।

অলক ধমক দিয়ে উঠলো—থামুন! অনর্থক দেরী করবেন না—যান, বাড়ী যান।

রমা রক্তহীন পাংশু মুখে বললে—আমার ভালমন্দের ওপর আপনার দৃষ্টি দেখছি প্রখর। কিন্তু আপনার কোন ভাবনা নেই। সামান্য যা পুঁজি আছে তাতে দু'একদিন আপনাদের পদার্পণ না হ'লেও চলে যাবে।

অলক কঠিনস্বরে বললে—রহস্যের একটা সময় আছে। মায়ের

রোগশয্যার পাশে বসে ওগুলো পরিপাক করার প্রবৃত্তি আর যারই থাক —আমার নেই।

রমা ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে বললে—ওঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। মেয়েদের সতীত্বের কথাই আমি জানতুম। কিন্তু পুরুষ যে এতবড় সতী হয় তা এই জানলাম।

অলক বললে—সেবার ছলে আপনি কি এখানে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে বসে আছেন?

রমা কঠোর স্বরে বলে উঠল—না সে যোগ্যতাও আপনার নেই। আপনাদের অত্যাচার অন্যায়গুলো তবু সওয়া যায়। কিন্তু ঐ মেয়েলি ন্যাকোমোগুলো বরদাস্ত করতে পারা যায় না।

অলক শ্রান্তকণ্ঠে বললে—আপনি যান। অনর্থক আর কথা বাড়াবেন না। স্ত্রীলোকের সাথে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

রমা উদ্যত চাবুকের মত উঠে দাঁড়াল। বললে—পুরুষত্বের অহঙ্কারের আপনার শেষ নেই। কিন্তু কেন শুনি? গর্ব করার মত আছে কি আপনার। ভয় নেই—তাড়িয়ে দিলে লেলিয়ে আসে যারা তাদের অনেকের ওপরে আমি। কথা শেষে সে ঘূর্ণি হাওয়ার মতই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিতের মত অলক বসে রইল নিষ্পলক চোখে।

অমলা বাড়ি এসে ঝিকে বললে—বাবা খুঁজলে বলিস আমার শরীর খারাপ। ঘরে এসে সে দরজা বন্ধ করে দিলে। হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে হাঁফাতে লাগল। তারপর শ্লথপায়ে এগিয়ে গেল জানালাটার দিকে। অলকের কথাগুলো তখনও যেন তার কানে ভেসে আসছিল—অমলা—অমলা শোন—মায়ের অসুখ! সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল মুখ গুঁজে।

অলক মায়ের শয্যার পাশে বসে। 'যোগমামার মুখ থেকে যন্ত্রণা কাতর ধ্বনি উঠছে। ঠিকা ঝি সালপাতা মোড়া কতকগুলো খাবার টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে—আমি তাহলে বাড়ি যাচ্ছি দাদাবাবু।—

অলক মৃদুকণ্ঠে বললে—আজকে বাড়ী না গেলেই ভাল হ'ত ঝি।

ঝি সংকোচের সঙ্গে বললে—বাড়িতে মেয়েটা আছে। বিলি-বন্দোবস্ত না করে থাকি কি করে বলুন।

অলক ভারী গলায় বললে-- আচ্ছা যাও।

—না হয় মেয়েটাকে নিয়েই আসি।

হঠাৎ অলক ধমক দিয়ে উঠ্‌ল—যাও—

ঝি বেরিয়ে গেল। দরজার দিকে চোখ পড়তেই অনেকখানি আশা নিয়ে অলক প্রশ্ন করল—কে?

ঝি ভয়ে ভয়ে বললে—খাবার রইল ওখানে—খাবেন।

অলক বারুদের মত ফেটে পড়ে বললে—ফের তুমি দরদ দেখাতে এসেছ?

—যাও—যাও বলছি—ঝি চোখের নিমিষে অন্তর্হিতা হয়ে গেল। অলক শ্রান্তভাবে শয্যার ওপর বসে পড়ল।

॥ তেরো ॥

পরদিন সকালে অলক স্থির দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে তাকিয়েছিল। মুখখানা তার ভাবলেশহীন—স্থির কঠিন।

যোগমায়ার চোখের তারকা স্থির।

দৃষ্টিহীন ঝি দরজাগোড়া থেকে মুখ বাড়িয়ে হাউমাউ করে উঠ্‌ল—'ওগো মাগো। তুমি কোথা গেল গো। আমায় কত ভাল বাসতেগো—

অলকের চোখে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ঘৃণাভরে বলল—চুপ কর! চেঁচিয়ো না। তাহলে তোমার শুদ্ধ গলা টিপে মারব।

ঝি ছিট্‌কে বারান্দায় পড়ে চীৎকার করে উঠল—ওগো! দাদাবাবু-শুদ্ধ যে কেমন হয়ে গেছে।

অলক তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়াতেই—বাবাগো বাড়ীতে মরা পড়ে—দোষ পেয়েছে গো।

অলক ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে মায়ের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

অমলা শয্যায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

অকস্মাৎ স্বপ্নের মাঝে অলকের গলা ভেসে এল—অমলা—অমলা শোন—মায়ের বড় অসুখ—

নিদ্রাভঙ্গে সভয়ে অমলা চীৎকার করে উঠলে—ঝি ঝি রাধার মা!

ইন্দু এমন ভঙ্গীতে শয্যার ওপর বসেছিল যেন অশরীরি একটা কিছু তাকে ধরতে আসছে। ভয়ে আতঙ্কে তার চোখ যেন ঠেলে আসছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন বইছিল।

অলকা ইন্দু ঝিকে বললে—ইন্দু তুই একবার অলকবাবুর বাড়ী যেতে পারিস? জিজ্ঞেস করে আয় তাঁর মা কেমন আছেন।

ইন্দু চোখ মুখ কপালে তুলে বললে—ওমা! তিনি ত মারা গেছেন।

—মারা গেছেন? কবে—কখন?—

—এই ত ভোরবেলা।

অমলা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। হাতের কাছে যেটা পেল সেইটে শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরল। কানে ভেসে এল অলকের সেই মিনতি ব্যাকুল কণ্ঠ—অমলা শোন মায়ের বড় অসুখ।

বাড়ী দুটোর মাঝে অনতি প্রশাস্ত গলি পথটা অলকের ঠিকা ঝি সবিস্তারের হাতমুখ নেড়ে ইন্দুর কাছে বর্ণনা করছিল। সেই যে পুড়িয়ে এসে দাদাবাবু বিছানায় পড়লেন তিন দিনের মধ্যে আর না উঠলেন—না মুখে এক ফোঁটা জল দিলেন। মিথ্যা অত কান্নাকাটি করে লাভ কি দিদি! মা'ত আর কারও চিরকাল থাকে না।

—কান্নাকাটি করলেও তো বাঁচতুম। তা চোখে কি এক ফোঁটা জলও আছে, যেন পাথর—পাষাণ মূর্তি।

দামী রূপোর রেকাবীতে ফল—গ্লাসে সরবত সাজাতে সাজাতে অমলা ইন্দুকে মৃদু কণ্ঠে বললে—তুই এগুলো অলকবাবুকে দিয়ে আয়। আর এগুলো খাইয়ে আসবি বুঝলি?

চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। ইন্দু রেকাবী আর গ্লাস তুলে নিয়ে বললে—যদি না খান—আপনার নাম বলব তো?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে অমলা বললে—তাই বলিস।

ইন্দু যাবার উপক্রম করতেই সে ডাকল—একটু দাঁড়া।

টেবিলের ধারে উঠে গিয়ে কাগজ কলম টেনে নিয়ে সে লিখতে

বসল—খাবার পাঠালাম গ্রহণ করবেন। নিজেই যেতাম যদি না পরস্পর মুখ দেখানোর সম্বন্ধটুকু সেদিন স্বেচ্ছায় ছিন্ন করে দিয়ে আসতুম।

অলক চিঠি পড়ছে—ইন্দু রেকাবি গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পড়া শেষ হলে অলক শূন্যে দৃষ্টিটা তুলে তাকাতেই ইন্দু বললে—এখানেই রাখব।

অলক অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল।

ইন্দু হাতের জিনিষগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে—খেতে বলেছেন দিদিমণি।

অলক তবু কোন কথা বললে না।

অলকা চঞ্চল পদে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ইন্দু অদূরে দাঁড়িয়ে বলছিল বিছানায় পড়েই আছেন—হ্যাঁ, না কোন কথাই বললেন না। আলনার ওপর থেকেই একখানা চাদর টেনে নিয়ে অমলা নীরবেই ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

অলক শয্যায় পড়ে তখনও চিঠিখানা নাড়াচাড়া করছিল।

অমলা এসে ঘরে ঢুকে ডাকল—অলকবাবু!

অলক মুখ তুলে তাকাল। অমলাও তার পানে চোখ তুলে তাকাল। অমলা তার দিকে এগিয়ে এসে বললে—আমিই সেদিন ভুল বুঝেছিলুম। ক্ষমা চাইছি।

অলক গম্ভীরকণ্ঠে বললে—ক্ষমাই বা চাইছেন কেন। আর কিসের দাবীতেই বা আমি সে প্রার্থনা মঞ্জুর করব?

অমলা সহজ কণ্ঠে বললে—উপস্থিত ওটা না হয় মুলতুবীই থাক। কিন্তু এমনিভাবে মুখ গুঁজে থেকে কার ওপর রাগ প্রকাশ করছেন শুনি?

অলক নীরস কণ্ঠে বললে—কিন্তু এইটুকু রাগ অভিমান ছাড়াও সংসারে প্রকাশ করার মত আরও অনেক জিনিষ আছে।

অমলা বললে—তা আমি জানি, কিন্তু এইটুকু ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না যে, মা এই প্রথম আপনারই মারা যান নি?

অলক গলাটা নামিয়ে এনে বললে—অপরের যাওয়ার সাথে আমার তফাৎ থাকতে পারে।

—পারে বৈ কি। তবে সকলে আপনার মত জাহির করতে চায় কি।

অলকের চোখদুটো দপ্ করে জ্বলে উঠে, বললে—মানে?

একমুহূর্ত নীরব থেকে অমলা রসহীন স্বরে বললে—এতটা শোক প্রকাশ করে কার দরদ চান? কে আছে আপনার?

অলক গর্জন করে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তে থেমে নিজেকে সংযত

করে বললে—দয়া করে বাড়ী যান। এমন কিছু নিকট সম্বন্ধ আমাদের নয় যে বাড়ী বয়ে আত্মীয়তা জানাতে আসবেন!

অমলা স্থির দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ গলার স্বর পালটে বললে—কিন্তু যতক্ষণ না খাচ্ছেন একটি পাও এখান থেকে নড়ছি না।

অলকও গলা নামিয়ে বললে—ওখানেই থাক্। প্রয়োজন হলে খেতে হবে বৈকি।

অমলা হাসি চেপে বললে—কিন্তু প্রয়োজন শুধু আপনার খাওয়ারই নয়। আমার খাওয়ানোর প্রয়োজনও থাকতে পারে ত?

অলক টক করে বলে বসল—খাওয়ানোর অধিকারটা আগে পান ত—

অমলা হাসি চেপে বললে—সেই চেষ্টাই ত করছি—আপনার কি মনে হয়।

শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অলক বললে—বেশ দিন। কিছু খাচ্ছি।

অলক সজ্জিত রেকাবটার সামনে বসে পড়ে হাত বাড়াতেই অমলা মাথা নেড়ে বললে—উহু। গ্লাসে সরবত আছে ওটা আগে খান।

এক নিশ্বাসে গ্লাসটা শেষ করে দু' একটা টুকরো ফল মুখে দিতে অমলা সহজ গলায় বললে—এতে অতবড় দেহটা টিক্‌বে না। হবিষ্যির কোন ব্যবস্থা করবো?

অলক মুখ তুলে হেসে বললে—পাকা গৃহিণীর মত খুঁটিনাটি এতখানি সাংসারিক অভিজ্ঞতা পেলে কোথা?

অমলা হেসে জবাব দিলে—তুমি কি মনে কর আমরা শুধু হেসে গেয়েই বেড়াই আর সুযোগ মত তোমাদের শিকার করি?

অলকের মুখচোখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। বললে—ছিঃ। ও কথা রমার মুখে মানাত। তোমার মুখে বেমানান।

বিদ্যুৎবেগে অমলা ফিরে দাঁড়াল। কঠিন কণ্ঠে ডাকল—অলকবাবু!

দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়ভরে অলক তার পানে তাকাল।

অমলা বলে চলেছিল—পরোক্ষে একটা বেশ্যার সাথে আমার তুলনা করলেন? আপনার কাছে এসে দেখছি ভুল করেছি। নিজেকে ছোট করে ফেলেছি।

একখানা আরাম কেদারায় শুয়ে বিনয় একখানা ইংরেজী নভেল পড়ছিল।

অমলা দ্রুতপদে সেখানে এসে ডাকল—বিনয়বাবু।

বিস্মিত বিনয় মুখ তুলে তাকিয়েই, হাতের বইখানা পাশের টিপয়ের ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দিল—আদেশ করুন।

অমলার মুখ থেকে অকস্মাৎ উৎসাহের দীপ্তিটুকু নিভে গেল। ছোট্ট করে বললে—না, থাক।

বিনয় হেসে বলেছিল—সন্ধির প্রস্তাব এনে যে দূত পিছিয়ে যায় সে দূতের মতিগতি তো ভাল বোধ হচ্ছে না।

অমলা দাঁড়াল। ধীরে ধীরে বারান্দাটার ধারে গিয়ে বললে—বাড়ীতে আর একঘেয়ে ভাল লাগছে না। কোথাও বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

বিনয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললে—আপনার আদেশ পালন করবার জন্য আমি ত সব সময় প্রস্তুত। কোথায় যেতে চান বলুন?

কথার মধ্যে বিন্দুমাত্রও উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়ে অমলা বললে—যেখানে হয়।

বহুদিনের আঁকা মায়ের একখানা ছবি হাতে অলক অন্যমনস্কের মত তাকিয়েছিল।

রমা তার অদূরে দাঁড়িয়ে বলছিল—সেদিনকার ওই তুচ্ছ ব্যাপার কথা কাটাকাটির পর রাগ করে আসিনি। এটা আপনি বিশ্বাস করলেন ?

অলক না তাকিয়েই জবাব দিল—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে ? যে যার খুশীমত কাজ করবে।

অলক উঠে গিয়ে শয্যায় মাথা রাখল।

রমা শয্যার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে দরদী কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—অশৌচটাও বোধহয় পালন করছেন না ?

বালিশ থেকে মাথা না তুলে আড়চোখে রমার পানে তাকিয়ে অলক বললে—শোক প্রকাশের জন্যে সেটা কি এতই দরকার ?

—তা সমাজে বাস করতে গেলে দরকার হয় বই কি।

অলক তড়াক করে শয্যার ওপর উঠে বসল। বললে—সমাজ। কি সম্বন্ধ আমার সমাজের সাথে ? কেন আমি তার শাসন মানব ?

ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার জন্যে রমা পরিহাস কণ্ঠে বললে—না চান মানবেন না। কিন্তু তা বলে এভাবে পড়ে থেকে কি লাভ হচ্ছে আপনার ?

—লোকসানই বা কি ?

—বাঁচতে গেলে সংসারের সাথে যুদ্ধ করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

তর্কের মতই জোরে অলক বললে—কেন কিসের আশায় ? ক্ষত-বিক্ষত দেহমন নিয়ে বাঁচতে চাইব কিসের প্রলোভনে ?

তিরস্কার করে রমা বলে উঠল—ছিঃ ! প্রলোভনেই শুধু বেঁচে থাকার সার্থকতা ! আপনার প্রতিভা আছে। জাতকে মহার্ঘ একটা কিছু দান করে যেতে পারেন। তার কি কোন দাম নেই ভেবেছেন ?

রমা স্তব্ধ বিস্ময়ে অলকের মুখের পানে তাকিয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল

হতেই ফিক করে হেসে ফেলে সে বললে—বড্ড বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে না ?

অলক লঘুকণ্ঠে জবাব দিল—অন্ততঃ তোমার মুখে।

রমা অকস্মাৎ গম্ভীরভাবে বললে—নিন্, উঠে পড়ুন। পুরুষমানুষের এত সহজে কাতর হয়ে পড়লে কি চলে ? আমাদের বিড়ম্বিত জীবনের কথাটা ভাবতে পারেন ? তবু ত আমরা হাসি বেড়াই।

—মানুষের স্বভাবই এই নিজের দুঃখটাকে সবাই বড় করে দেখে।

রমা কৃত্রিম অভিমানভরা কণ্ঠে বললে—বোঝেন ত সবই দেখছি। এবার উঠেন ত !

অলক ম্লানভাবে মৃদু হেসে বললে—কিন্তু আমি উঠে কি করব ? কোন রাজ্য জয়ে করতে যেতে হবে কি ?

রমা ফস করে বলে ফেললে—কেন এই হৃদয় রাজ্যে !

অলক মাথা দোলাতে দোলাতে বললে—অঙ্গার শত ধৌতেন—আপনার আর দোষ কি ?

নিজেকে সামলে নিয়ে রমা লঘুকণ্ঠে বললে—শোধবোধ। তারপরই খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—এই নাক-কান মলটি আর কক্ষনও বলব না। কিন্তু শোকের নামে আর কুঁড়েমির প্রশ্রয় দিও না। উঠে পড়ুন দিকিনি—আজ থেকেই আঁকা সুরু করতে হবে।

অলক উঠে দাঁড়িয়েছিল—আবার ধপ করে বসে পড়ে বললে—অসম্ভব।

—কেন শুনি ?

—জবাবদিহি আমি করতে নারাজ।

—কিন্তু শুনতে আমায় হবেই। বলুন কিসে অসম্ভব।

অলক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—শুনতেই হবে। বেশ শুনুন। বলে হিসেব দেওয়া ভাবে বললে—হপ্তাখানেক উপবাসেই

চলছে, চোখে কম দেখছি, হাতেও টাকা নেই এ অবস্থায় কোথায় মডেল আর কোথায় যে কি—

বাধা দিয়ে রমা বিস্ময় মিশ্রিত বিদ্রূপ তরল কণ্ঠে বললে—কেন এই ক'দিনেই আমি এমন কি কুৎসিত হয়ে গেলুম যে আমায় বাতিল করতে চান।

—আপনি মডেল হবেন ?

তার সুরের অনুকরণ করে রমা বললে—হলুমই বা।

—কিন্তু—কি একটা বলতে গিয়েই অলক সামলে নিয়ে বললে—আগেই ত বলেছি হাতে একটিও পয়সা নেই।

—আমি দিচ্ছি। যখন হয় দেবেন—

—ধারে কারবার আমি করিনা।

অকস্মাৎ রমা সুর পালটে ফেলে বললে—দোহাই আপনার, আর কথা বাড়াবেন না, উঠে পড়ুন।

অলক অনিচ্ছাস্বত্বেও উঠে দাঁড়াল।

পনর

অমলার ঘর। টেবিলের ধারে বসে অমলা চিঠি লিখছে কমলকে—

শ্রীচরণেষু কমলদা !

আজ সত্যিই তোমার অভাবটাই সবচেয়ে বড় করে মনে হচ্ছে। জানি না তোমায় আসতে বলার অধিকার আছে কিনা। তবু যদি একবার আসতে—এই পর্যন্ত লিখে অমলা কি ভাবল, তারপর তবু—আসতে জায়গাটা কালির দাগ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে কেটে দিল।

অলকের ঘর। প্ল্যাটফরমের ওপর রমা পোজ দিয়ে বসে। অলক ছবি আঁকায় অতি নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অতি সন্তর্পণে রমা প্ল্যাটফরম থেকে নেমে সন্তর্পিত পদে অলকের পেছন দিক ঘুরে কাছে এল। স্কেচ করতে করতে অলক মুখ তুলে তাকাতেই শূন্য প্ল্যাটফরমটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

রমা পেছন থেকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—আপনার একাগ্র সাধনার উগ্রতাপে আমার পর্য্যন্ত অশরীরি হয়ে পড়বার অবস্থা হয়েছে।

অলক হেসে বললে—এমনিই স্বার্থপর বটে আমরা।

রমা কৃত্রিমকণ্ঠে বললে—এই যদি আপনার অনিচ্ছার সাধনা হয়, ইচ্ছার সাধনায় তাহলে আমায় পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন বোধহয় ?

অলক হো হো করে হেসে বললে—এ যাত্রা বেঁচে গেলে, তোমায় নিষ্কৃতি দিলাম, দরকার লাগবে না—এবার রং দেবো।

—উঁহু অত সহজে ছাড়ছি না। এখন থেকে ভালমন্দটা আমাকেই ত দেখতে হবে।

অলক টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি না চাইলেও ?

নিশ্চয়! এবার আপনার খাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন। যোগাড় করে দিলে বাঁধতে পারবেন ত?

—না—

চিন্তাপূর্ণ স্বরে রমা বললে—তা হলেই ত মুস্কিল! কি করা যায় বলুন ত?

অলক ফিরে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—আমার জন্যে সত্যিই কি আপনি খুব ভাবেন?

তার চোখে মুখে বিচিত্র একটা ভাব ফুটে উঠেছিল।

রমা গাম্ভীর্য্যের সাথে উত্তর দিলে—আপনার কি মনে হয়?

—শুনলে হয়ত আপনি খুশী হতে পারবেন না।

—যদি বলি সত্যিই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি—

—তাহলে যা বলব নিশ্চয় করবেন।

—শপথ?

—হ্যাঁ—

—আচ্ছা স্বীকার করলুম।

—বেশ আমি খেতে রাজী আছি। যদি আপনি ভাত বেঁধে দেন।

রমা স্তম্ভিত হয়ে গেল, মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে বলে উঠল —আমি রেঁধে দেবো আর আপনি তাই মুখে তুলবেন?

—ক্ষতি কি?

—না, না সে আমি কিছুতেই পারব না। আপনার না আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু জেনে শুনে এতবড় পাপ আমি করতে পারব না।

অলক শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বললে—পাপকে দেখছি আপনার ভীষণ ভয়। কিন্তু নিত্য যে খুব পূণ্য সঞ্চয় করছেন বলেও ত মনে হয় না।

রমার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে একপাশে সরে যেতে যেতে বললে—তা স্বীকার করি আপনি মিথ্যা কথা বলেন বলেই যে চুরি করবেন—এ নজীর ছেলেমানুষের।

আবহাওয়াটাকে লঘু করে দেবার জন্যেই অলক হেসে উঠে বললে—বাঃ! আমার জাতমারাটাই তবে আপনার অভিধানে সবচেয়ে বড় পাপ?

রমা কণ্ঠে জোর দিয়ে বললে—নিশ্চয়ই প্রিয়জনের অনিষ্ট করার চেয়ে বড় পাপ জগতে আর কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অলক হো হো করে হেসে উঠে বললে—ঠক্‌লেন প্রিয়জনই যখন হলুম তখন আর কোন আপত্তি থাকতেই পারে না।

রমা কৃত্রিম রাগের সাথে বললে—এ আপনার খুব জুলুম। আমার হাতে খাবার জন্যেই বা আপনার এত জিদ কেন?

অলক তার কাছে আসতে আসতে সহাস্যে বললে—রেঁধে দিতেই বা তোমার এত আপত্তি কেন? জানিনা তুমি রন্ধনে দ্রৌপদী কি অন্নপূর্ণা কিনা।

রমা হেসে উঠে বললে—বেশ আমাকে নরকে না পাঠিয়ে যদি আপনি জল গ্রহণ না করেন—তাতেও আমি রাজী কিন্তু বাইরের লোক দেখলে কি বলবে?

অলক অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে বললে—লোকে না দেখেও অনেক কিছুই বলে—এটা না হয় দেখেই কিছু বলুক।

—যেচে জঞ্জাল কিন্তু ঘাড়ে নিচ্ছেন, আমি আর দেরী করব না। চট্ করে রান্নাটা চড়িয়ে দিই।

আসন পাতা। সামনে ভাতের থালা। অলক আসনে বসতে বসতে রমার দিকে তাকিয়ে বললে—বাঃ! এ যে রাজভোগ দেখছি।

—এতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই।

অলক দু'এক গ্রাস মুখে তুলতেই রমা হেসে তার সামনে বসে পড়ে বললে—দ্রৌপদী না অন্নপূর্ণা?

—যেটা হলে খুশী হও। মৃদু হেসে অলক মুখ তুলে তাকাতেই দেখলে রমা অনিমেষ নয়নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের কোন দুটো তার শুকনো নয়। কি হল?

রমা হাসতে পারল না। ধরা গলায় বললে—আচ্ছা একটুও কি মুখে বাধল না, আমার হাতের ভাতটা মুখে তোলবার সময়? একটুও কি ঘৃণাবোধ হল না?

অলকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সোজা হয়ে বসে বললে—দুদিন আগে হলে কি হত জানি না। কিন্তু আজ—বিচিত্র একটু হেসে সে আবার বললে—সত্যি বলছি বরং তৃপ্তির আনন্দই পাচ্ছি।

রমা নীরবে নতমুখে বসে নখ দিয়ে মেঝের ওপর আঁক কাটতে লাগল। অলক গ্রাসের পর গ্রাস তুলতে লাগল।

হঠাৎ এক সময়ে রমা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—দুধটা নিয়ে আসি?

—দুধ কোত্থেকে এল? বলে অলক মুখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—ঝিকে দিয়ে আনিয়েছি। বলে রমা অলকের পানে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকাতেই দেখল—দু'কোমরে দু'হাত দিয়ে উন্নত গ্রীবায় দাঁড়িয়ে অমলা।

চোখে তার বজ্রাগ্নি। ঠোঁট দুটো অবরুদ্ধ রাগে কাঁপছিল। অলক মুহূর্তকাল বিহ্বলভাবে থেকে সহসা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রমাকে বললে—যাও দুধটা নিয়ে এস।

রমার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। অমলাকে সম্বোধন করে বললে—গরীবের সংসার দেখতে এসেছ বোন! এস বস বস—কথা শেষে বাঁকা হাসি হেসে সে অলকার পাশ ঘেঁষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলা সদর্পে এগিয়ে এসে অলকের সামনে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে ডাকল—অলকবাবু! অলক তখন থালার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। উত্তর ও দিল না। মুখও তুলল না। গ্রাসের পর গ্রাস তুলতে লাগল।

অমলা অকস্মাৎ ঝুঁকে পড়ে অলকের থালাখানা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অবশিষ্ট ভাতগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সে ভ্রূক্ষেপ না করে উগ্রতর কণ্ঠে অমলা বললে—সাধু সেজে সব সময় এত সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

মুখ তুলে অলক উষ্ণকণ্ঠে বললে—তবে কি করতে হবে বল ?

—কিসের জন্য তুমি এমনধারা করলে বল ? এত নীচে নেমে গেলে কেন শুনি ? ওর হাতের রান্না ভাত—

—খুব যে উঁচুতে ছিলুম—আমার সেটা জানা ছিল না। তাছাড়া কারও হাতে ভাত খাওয়া না খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমার নিজের রুচির ওপর।

অমলা বোমার মত ফেটে পড়ে বললে—না, কক্ষনো না, কক্ষনো না—তোমার যা খুশী তাই করতে পার না।

অলক গলাটা অত্যন্ত নামিয়ে এনে শ্রান্ত কণ্ঠে বললে—মিথ্যে চেঁচামেচি করে লাভ নেই, যান বাড়ী ফিরে যান।

দৃপ্ত ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অমলা বললে—তোমার বাড়ীতে আশ্রয়ভিক্ষা করতে আসিনি তা জানি, কিন্তু কি অধিকার আছে তোমার।

—তোমারইবা কি অধিকার আছে আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান করার ?

—কি অধিকার আছে আমার ? কি অধিকার····রাগে অমলার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল আর কিছু না বলতে পেরে ঠোঁট দিয়ে শুধু উচ্চারিত হলো—অসভ্য, ইতর !

যাবার জন্যে অমলা বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল দুধের বাটি হাতে দরজা গোড়ায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রমা। ঝাঁপিয়ে পড়ে অমলা দুধের বাটিটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—বেরোও, বেরোও। ফের যদি কোনদিন এ বাড়িতে কোন ছলে পা দেবে ত চাবুক মেরে ছাল তুলে ফেলব। কথা শেষে শেষে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অলক নির্বাক হয়ে বসে রইল আসনের ওপর রমা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

এক সময় অলক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই রমা বললে—দেখুন

অলকবাবু! এতখানি অপমান সহ্য করার করার মত ধৈর্য্য যদি আমায় ভগবান দিতেন তাহলে আজ আমি রাজরাণী হতে পারতাম। কিন্তু আমার জিদই আমাকে এতখানি নীচে নামিয়েছে। এটাও হয়ত আমার জিদেরই অন্য একটা রূপ! আমাকে বিদায় দিন—আমি হাসিমুখে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এতে আমার কোন অপমান নেই—কোন ঘৃণা নেই—নেই কোন লাঞ্ছনার জ্বালা।

অধৈর্য্য হয়ে অলক রমার হাত চেপে ধরে বললে—রমা! আমায় এ অবস্থায় ফেলে তুমি যেও না। আমি বড় অসহায়। আমার আপন বলতে ত্রিভুবনে আর কেউ নেই। সুখ-দুঃখের ভাগী যিনি ছিলেন—তিনি আমায় শূন্যতায় ভরিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। এ সময় তুমিও যদি ছেড়ে চলে যাও তাহলে....

এই পর্যন্ত বলার পর অলকের গলা ধরে এলো। ধরা গলায় সে পূর্ব কথার জের টেনে আবার বলতে সুরু করলে—দেখ রমা! অমলাকে আমি খুবই ভালবাসতাম। সেও যে কম বাসত তা নয়। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওকে ভালবেসে ঘর বাঁধলে দুদিনেই সে ঘর পুড়ে ছাই হবে। ওর মত আমারও সব ছিল। কিন্তু অপমানিত ও লাঞ্ছিত জীবনযাপনে অপারগ হয়েই মাকে নিয়ে সব ছেড়েছি।

রমা জানতে চাইল—ভালই যদি ওকে বেসেছিলেন তবে সে ভালবাসায় ছেদ পড়লো কেন?

—ওর ঐ ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করার অর্থই হয় আমার জন্মগত আভিজাত্যকে একজন দর্পী ধনী কন্যার কাছে বিকিয়ে দেওয়া।

—তা হলে এখন আপনি কি ঠিক করছেন?

—আজ আর তোমার সময় নষ্ট করবো না। কাল তুমি আবার এসো—সব বলব।

রাগে ফুলতে ফুলতে অমলা সোজা এসে তার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর পড়ার টেবিলে বসে কমলকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখলো—

প্রিয় কমলদা,

যাবার দিনে বলে গেছ—কোন দিন যদি আমাকে তোমার প্রয়োজন হয়—যেখানেই থাকি—সব ফেলে ছুটে এসে তোমার ইচ্ছা পূরণ করবো। আজ তোমাকে আমার জীবনে সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তুমি এসে আমার ভার নাও। আমার পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে সাথী করে নেবে এসো তুমি।

ইতি—

তোমার—অমলা।

কমল চিঠি পেয়ে প্রথমটায় নিজের সংযম হারিয়ে বসেছিল। পরে সে দুর্বলতাকে মুছে ফেলে চিঠির জবাবে লিখলো—

স্নেহের অমলা,

ভুল করে যে ভুল করেছিলাম সে অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। দাদা সম্বোধনে আমাকে যে সম্মান দিয়েছো—তার অমর্যাদা করতে পারছি না বলে দুঃখিত। যে ডাকে ডেকেছো—তোমার আমার মধ্যে সেটাকেই সব ডাকের উপরে রেখে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়ো।

ইতি—তোমার কমলদা

পরদিন রমা এসে অলকের রুক্ষ শুষ্ক চোখমুখ দেখে আতংকে শিউরে উঠল। ছুটে গিয়ে দেহের তাপ পরীক্ষা করে তার রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—এমন হাল কেন হলো তোমার?

হেসে অলক জবাব দিলে—কিছু তো হয় নি আমার।....

—এর চেয়ে আর কি হওয়াতে চাও বল তো তুমি! আয়নার সামনে নিজের চেহারাটা নিয়ে গিয়ে একবার দেখে এসো।

—নানা চিন্তায় রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বলে চোখ মুখটা হয়ত কিছুটা বসে গিয়ে থাকবে। তা ছাড়া আর আমার কিছু হয় নি।

—ভাবনাটাই বা অত কিসের?

—বেঁচে থাকতে হলে কি ধরে থাকবো তাই সারারাত ভেবেছি।

—ঈশ্বর আছেন—তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি ভেবে কিছু করতে পারবে না। সব ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। এবার ওঠো দিকি—হাত মুখ ধোও ঐ সঙ্গে স্নানটাও সেরে নিও। আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা করে রান্নার যোগাড় করিগে।

—রান্নার জন্যে অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। একদিন না হয় না খাওয়া হলো। তুমি বরং বসো দুটো কথা বলি।

—কথা একদিন না হলে চলবে। কিন্তু খাওয়া না হলে শরীর অচল হবে।

অলক আর বাধা দিলে না। কলতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে স্নান সেরে ঘরে ফিরে দেখলে ঝি চা-খাবার নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। চা খেয়ে খবরের কাগজ দেখছিল।

কিছু পরে রমা এসে জানাল—রান্না হয়ে গেছে খাবে চলো।

—এত তাড়া কিসের! পরে যাচ্ছি।

—কাগজটা খাওয়ার পরে পড়লেও চলবে। কাল সারারাত না খেয়ে রয়েছো। আমি কোন ওজর শুনবো না। নাও—ওঠো। বলে সে তার হাত ধরে টান দিলে।

অলক বললে—এই সংবাদটা পড়ে শেষ করেই যাচ্ছি একটু দাঁড়াও।

—সংবাদটা কি এমন গুরুতর যে খাওয়া বন্ধ করে পড়তে হবে?

—সংবাদটা শুনলে, তোমারও শোনা শেষ না করে কোন কাজে যেতে মন সরবে না।

—আচ্ছা পড় শুনি—

"একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল। আবার অন্য একটি ছেলে ঐ মেয়েটিকে ভালবেসে বসলো। মেয়েটিও কাউকে হাতছাড়া করতে চাইলো না। অবশেষে যে ছেলেটি ওকে ভালবেসেছিল, মেয়েটির মতি-গতি বুঝে সে সসম্মানে সরে দাঁড়ালো। এদিকে মেয়েটি যাকে ভাল-বেসেছিল সে ছেলেটিও মেয়েটির ঔদ্ধত্যেব কাছে নতি স্বীকার না করে সরে দাঁড়ালো। মেয়েটি কোথাও স্থান না পেয়ে আত্মহত্যা করে আপন ভুলের মাশুল শোধ করলো।"

—দেখ রমা ঠিক আমার জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে —তাই না ?

—আচ্ছা ও ইতিহাস পরে শোনা যাবে। খাবে চলো।

—তোমার একগুঁয়েমির কাছে হার মানতেই হলো। চলো—

পরিপাটি করে খেতে দিয়েছে রমা অলককে। খেতে খেতে অলকের চোখের কোণে জল দেখা গেল। দু'এক ফোঁটা ঝড়েও পড়লো।

অলকের চোখে জল দেখে রমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে—ও কি। কাঁদছো কেন ?

—সযত্নে খেতে দেওয়া দেখে অনেক দিন পরে আজ আবার মাকে আমার মনে পড়লো—তাই কাঁদছি। এমন যত্ন করে মা-ই আমাকে খেতে দিতেন। মনে হচ্ছে মাকে যেন আমি হারাইনি। তাঁর অভাব পূরণ করতে তিনি বোধহয় তোমাকেই রেখে গেছেন।

কথাগুলি বজ্রের অধিক হয়ে যেন রমার কাণে আঘাত করলো। অলকের অলক্ষ্যে কাণে হাত চাপা দিয়ে সে আঁতকে উঠে হাঁপাতে লাগলো। তার অসহায় অবস্থা পাছে অলকের চোখে ধরা পড়ে এই ভয়ে নিজেকে সংযত করে বললে—বেশ ত! তোমার মন যদি তাই চায়—তাই হবে অলক। তবে তোমার মাকে আমিও মা বলে ডেকেছি। ও ডাকে না ডেকে আমাকে দিদি ডেকো! কথা বলতে বলতে সে

চোখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার বুকে যেন প্রবল ঝড় বইতে লাগলো। কি করে নিজেকে সংযত করবে ভেবে পায় না সে। অবশেষে নিজেকে শক্ত করে মনে মনে বললে, মন্দ কি! দিদি হয়েই যদি ওর জীবনটাকে ঘিরে রাখতে পারি—সেটাও তো মস্ত লাভ। এই ভেবে সে অলকের শোবার ঘরে ঢুকে অলকের অগোছাল বিছানাটাকে ঝেড়ে গোছাতে লাগলো।

অলক খাচ্ছে।....

কমলের প্রত্যাখ্যান পত্র পেয়ে অমলা যেন পাগল হয়ে গেল। কি করবে—কোথায় কার কাছে যাবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না সে। নিজের গর্বের কাছে নিজেই খর্ব হয়ে অলকের কাছে গেল আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। গিয়ে দেখলে সদর দরজা বন্ধ। এর আগে অমলা বহুবার অলকের কাছে এসেছে কিন্তু দরজা বন্ধ কোনদিন সে দেখেনি। ভাবলে অলকও কি তার অশান্ত মনকে শান্ত করতে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হল!

তবুও অমলা দরজার কড়া নাড়া দিল। অলক খেতে খেতে বললে—দিদি! ও দিদি—দেখত কে এসেছে।

রমা দরজা খুলে দেখে—অলকা পাগলিনীর বেশে চোখে মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে। রমা বললে—ভেতরে এসো।

অমলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো—দি—দি।

—হ্যাঁ ভাই! আমি অলকের দিদি। চলো—ভেতরে চলো—অলক খেতে বসেছে।

অমলা ভেতরে গিয়ে দেখে অলক খাওয়া শেষ করে মুখ হাত ধুয়ে তার শোবার ঘরে গিয়ে বসে আছে। এ সময় অলকা গিয়ে বলল—আমায় ক্ষমা কর তুমি। তুমি আমায় নাও। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ হতে চলেছে।

—বড্ড দেরী করে ফেলেছো অমলা! আর আমি পারি না তোমায় গ্রহণ করতে।

—কেন—কেন পারনা অলকদা।

—তার উত্তর তুমিই সেদিন কড়ায় গণ্ডায় দিয়ে গেছ। একটানা কয়েকদিন উপবাসের পর কোল থেকে ভাতের থালা ছুঁড়ে পথে ফেলে দিয়ে আমায় উপবাসী রেখে গেছো! মুখ থেকে দুধের বাটি কেড়ে নিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত রেখে গিয়েছিলে। এ কথাগুলো মনে পড়ে কি তোমার!

—হ্যাঁ পড়ে।....কিন্তু এর ক্ষমা কি কিছু নেই!

—না—নেই। এসবের ঊর্ধে তুমি।

—উঃ। না—না অলকদা! অত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো—আমাকে গ্রহণ করো—

অলক সমবেদনার সুরে বললে—গ্রহণ তোমায় করলাম। তবে সঙ্গিনীরূপে নয়—ভগিনীরূপে।

॥ সমাপ্ত ॥